১ম সংখ্যা

বিশ্বমানবধর্ম্ম।

সত্যং কীর্ত্তনং দমদানং দয়াম্‌ধর্ম্মং। বীর্য্য ধারণম্‌ ব্রহ্মচর্য্যম্‌।

বিশ্বমানব ভাই ভগিনীগণ যিনি যে সমাজে আছেন সেই সমাজে থাকিয়াই সদাচার ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন ও সদাচার দীক্ষা গ্রহণ করুন্‌।

বিষবৎ—অলসতা দলাদলি সাধ,
বিষবৎ—বিলাসিতা ত্যজহে সুবোধ।
শ্রেয় তব—বিশ্বদীক্ষা সদাচার পণ,
শ্রেয় তব—ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তব্য পালন।

বিশ্বমানবধর্ম্মাশ্রম হইতে—শ্রীরামবুদ্ধদেব সম্পাদিত।

অফিস—১২।২।৩ চাউলপট্টি—বেলিয়াঘাটা—কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—চরকাঠী—পোঃ—ঝালকাঠী—জেলা—বরিশাল।

বার্ষিক দান একটাকা। প্রতিসংখ্যা চারি আনা।

১৩৩৭। কার্ত্তিক।

বিজ্ঞাপন।

বি শ্ব মা ন ব ধ র্ম্ম।

বিশ্বমানবধর্ম্ম ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় এবং সর্ব্বসমাজের অনাচার ও কুসংস্কার রহিত পূর্ব্বক সদাচার দ্বারা বিশ্বমানব মণ্ডলী—পূর্ণ গৌরবে মানবধর্ম্ম ও মানব জাতিতে উন্নীত হওয়া—তদর্থে বিশ্বমানবের ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, একতা, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, সদাহার সদাচার, পৌরাণিক ও বর্ত্তমান ইতিবৃত্ত, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হইবে। লেখক লেখিকা বন্ধুগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক উদ্দেশ্য অনুরূপ প্রবন্ধ পাঠাইবেন।

এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বিষয়েই ১৩২৮ সালে বিশ্বসংহিতা এবং ১৩৩১ সালে বিশ্বধর্ম্ম স্বরাজ নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রাহক বন্ধুগণের আদৃত হইলে, ইহা বর্দ্ধিত আকারে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ ইহা ত্রৈমাসিক রূপে প্রকাশিত হওয়ার মানসে বার্ষিক দান একটাকা ও প্রতিসংখ্যা চারি আনা ধার্য্য করা হইল।

পত্রিকা সম্পাদক ও সম্পাদিকা বন্ধুগণ—ইহার সমালোচনা করিয়া ও বিনিময় পত্রিকা পাঠাইয়া চিরানুগৃহীত করিবেন।

প্রবন্ধ, মনিঅর্ডার ও পত্রিকাদি সম্পাদক—শ্রীরামবুদ্ধ দেব নামে ১২।২।৩ চাউলপট্টি—বেলিয়াঘাটা—কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বিশ্ব মানব ধর্ম্ম।
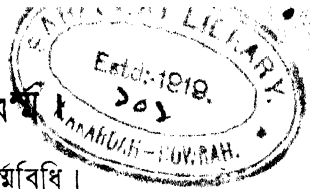
বিশ্বমানব সদাচার ধর্ম্মবিধি।

(সদাচার বিধির ৩৫ ধারা) (ক) পরমপিতা পরমেশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন (নামগান ও অর্থের সহিত গায়ত্রীপাঠ করা) এবং সাক্ষাৎ পঞ্চদেবতা যথা-(১) প্রিয়জন (পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগিনী, স্বামী বা স্ত্রী, পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল, প্রতিবাসী ও হিতাচারীগণ প্রভৃতি) (২) বিদ্যাদাতা (সদাচারনীতি ও জীবিকাশিক্ষাদাতা) (৩) শরণাগত আর্ত্ত (৪) অতিথি (৫) ধার্ম্মিকরাজা বা দেশনায়ককে কায়মনোবাক্যে ও ধনের দ্বারা সেবা করা মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

(খ) শ্রীশ্রীভগবানে প্রীতি, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও আত্মিক উন্নতির জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্থের সহিত গায়ত্রী মন্ত্র * পাঠ করিবে! হিন্দু সমাজ প্রচলিত নামগান ও পূজাপাঠ কর্ত্তব্য। তদ্‌ব্যতীত প্রসিদ্ধতম গায়ত্রী উপাসনার রূপক বা রূপান্তর এবং দলাদলির কি লোকভুলানো বা দলগঠনের উপায় স্বরূপ হোম, যজ্ঞ, নমাজাদি উপাসনা অনাবশ্যক।

---

* গায়ত্রী মন্ত্রোপাসনা যথা—"ওম্ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" সর্ব্ববেদের সারতত্ত্ব সর্ব্বোত্তম এই গায়ত্রী মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত অর্থ এই। অ উ ম এই তিন অক্ষর মিলিত হইয়া ওম্ পদ সিদ্ধ হয়। পরোমেশ্বরের অসংখ্য নাম মধ্যে এই ওঙ্কার বা প্রণব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধতম নাম। অ অর্থে (বিরাট) যিনি বিবিধ জগতের প্রকাশকর্ত্তা ও সকলের আত্মারূপে ঈশ্বর, আবার অ অর্থে (অগ্নি) যিনি সর্ব্বত্র গমনশীল, পূজনীয় ও বেদাদি শাস্ত্রে বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত ও জ্ঞান স্বরূপ, পুনঃ অর্থে (বিশ্ব) যিনি আকাশে ও প্রকৃত্যাদি সমস্ত পদার্থে ওতপ্রোতরূপে প্রবিষ্ট আছেন এবম্বিধ ঈশ্বর। উ অর্থে (হিরণ্যগর্ভ) যাহার গর্ভে বা আধারে জ্যোতিষ্মান সূর্য্যাদি লোকসকল অবস্থান করিতেছে ও যিনি প্রকাশযুক্ত সূর্য্যাদি লোকের উৎপাদক এবম্ভূত ঈশ্বর, আবার উ অর্থে (বায়ু) অনন্ত বলযুক্ত ও সমস্ত জগতের ধারণকর্ত্তা সর্ব্ববিদ পরমেশ্বর, পুনঃ উ অর্থে (তৈজস) যিনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ ও সূর্য্যাদিরও প্রকাশক ঈশ্বর।

(গ) সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ গুরু নয়, শিক্ষকমাত্র অনন্তরূপী (অনন্তআত্মা রূপী) ভগবান অর্থাৎ প্রত্যেক জীবে, বস্তুতে

ম অর্থে (ঈশ্বর) যিনি সর্ব্বশক্তিমান ন্যায়কারী ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যরূপী পরমাত্মা, আবার ম অর্থে (আদিত্য) যিনি সদা একরস ও অবিনশ্বর, পুনঃ ম অর্থে (প্রাজ্ঞ) যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব জগদবেত্তা ঈশ্বর।

এক্ষণে মহাব্যাহৃতির অর্থ যথা—"ভূরিতি বৈ প্রাণঃ ভুবরিত্য পানঃ স্বরিতি ব্যানঃ" ইতি তৈত্তিঃ। ভূ শব্দে প্রাণ বুঝায় অর্থাৎ সমস্তজীবের প্রাণ বা জীবনদাতা এবং প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম ঈশ্বর ভূপদ বাচ্য। ভুব শব্দে অপান বুঝায় অর্থাৎ যে পরমাত্মা মুমুক্ষু মুক্ত ও স্বসেবক ধর্ম্মাত্মাদিগের দুঃখ অপনয়ন বা নাশ করেন এবং সকলের সুখদাতা ও দয়ালু, সেই ঈশ্বর ভুবপদ বাচ্য। স্ব শব্দে সুখ স্বরূপ ও ব্যান বুঝায় অর্থাৎ যে সুখ স্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ড ব্যপ্ত হইয়া প্রাণাদি সর্ব্ব জগৎকে চেষ্টাযুক্ত করিতেছেন, সেই সর্ব্বাধার ব্রহ্ম স্ব শব্দের জ্ঞেয়।

(সবিতুঃ) সর্ব্ব জগদুৎপাদক সর্ব্বপিতা সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা (বরেণ্যং) সর্ব্বোত্তম। (ভর্গঃ) নিরূপদ্রব নিষ্পাপ নির্গুণ ও শুদ্ধ পরমার্থ বিজ্ঞান ও চেতন স্বরূপ (দেবস্য) সকলের ভজনীয় ও সর্ব্বানন্দ প্রদ সর্ব্ব প্রকাশক ঈশ্বরের (বয়ং) আমরা (ধীমহি) নিত্য ধারণ, চিন্তন, ধ্যান ও উপাসনা করি (প্রশ্ন) কেন কিজন্য তাঁহার উপাসনা করি বা করিব? (উত্তর) তিনি আমাদের বিজ্ঞানময় কোষে বিজ্ঞাপিত করিয়া আমাদের চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা আমাদিগকে পুষ্ট, দৃঢ় সুখী করিবেন বলিয়া। এবং (যঃ) যিনি (নঃ) আমাদের (ধিয়ঃ) ধারণবতী বুদ্ধি (প্রচোদয়াৎ) প্রেরণ করেন, তাঁহার প্রতি সদা ভক্তিমান ও কৃতজ্ঞ থাকিব।

প্রতিদিন প্রাতঃ ও স্বায়ং এই দুই সন্ধিকালে এই গায়ত্রী মন্ত্র অর্থের সহিত উচ্চারণক্রমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। এই গায়ত্রী মন্ত্র সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অনন্তশক্তি প্রকাশক, তৎপ্রতি ভক্তিমান ও কৃতজ্ঞ থাকাব এবং তাঁহার বিজ্ঞানাদি বলে সুখী হওয়ার সর্ব্বোত্তম, উপায় স্বরূপ। সুতরাং নর নারী মাত্রেরই অনন্য সাধন উপাসনা অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত প্রসিদ্ধতম গায়ত্রী মন্ত্রোপাসনা।

দেবে, মানবে, দেশ প্রদেশ, গ্রাম, নগরাদিতে জাতি, সমাজ, রাজশক্তি প্রজাশক্তিতে জগতে সৌরজগতে আত্মারূপী ভগবান বিরাজিত এবং সর্ব্বোপরি অনন্তশক্তিবিশিষ্ট বা সর্ব্বশক্তিমান ভগবান অধিষ্ঠিত। বিশ্বাস, ভক্তি ও উদ্দেশ্য অনুসারে সাধনা করিবে।

(ঘ) একধর্ম্ম-মানবধর্ম্ম অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ, ভক্তি, অহিংসা ও কর্ত্তব্য পালন। একজাতি—মানবজাতি। এক বিবাহ—নর-নারীর পরিণত বয়সে একমাত্র অচ্ছেদ্য বিবাহ। সদ্‌বৃত্তি, সদাহার ও সদাচার অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে এবং দেবোপাধি বিশিষ্ট হইবে।

(ঙ) মদ্যপান, বিলাসিতা, ব্যভিচার, যুদ্ধ-ফাঁসি বা নরহত্যা এবং গো মহিষ হত্যা করা ও তদ্ মাংসাহার নিষিদ্ধ।

(চ) যাহা কিছু সত্য, পবিত্র, শান্তি ও স্বাস্থ্যপ্রদ তাহাই গ্রহণ করিবে। তদ্‌বিপরীত ভাবের কুঅভ্যাস কুসংস্কারাদি বর্জ্জন করিবে।

(ছ) নরনারী মাত্রেই স্ব স্ব সমাজে থাকিয়া বিশ্বমানব সদাচার দীক্ষা গ্রহণ ও সদাচারধর্ম্ম পালন করিবে। তদন্যথায় সদাচার বিধির ১৪।১৫ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইবে।

বিশ্বমানব সদাচার দীক্ষাবিধি।

(সদাচার বিধির ৩৬ ধারা) আমি পরমপিতা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে —প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,—আমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বমানব সদাচার ধর্ম্মবিধি সমূহ পালন করিব। তদ্‌স্মৃতিস্বরূপ—দেবোপাধি ও প্রসিদ্ধতম গায়ত্রী মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।

মন্তব্য

(১) বিশ্বমানব ভাই ভগ্নিগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব সমাজে থাকিয়া বিশ্বমানব সদাচার দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রম হইতেই ও তদূর্দ্ধ বয়সের ভাই ভগিনীরা অগৌণে সদাচার দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

(২) মানব মাত্রেই দেবসন্তান ও মানব মাত্রেই ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা বিরাজিত এবং প্রত্যেকেই অল্পাধিকরূপে সদাচার বা দেবত্ব ও অনাচার বা অসুরত্ব বিদ্যমান। সুতরাং অনাদি কালের ভুলবশতঃ দেব দৈত্যাদি

বিভাগ ও তৎপরে অনন্ত জাতি—অনন্ত ধর্ম্ম ভেদের ভুল সংশোধনার্থে,—সদাচার বা দেবত্ব লাভের জন্য, অনাচার বা অসুরত্ব বিনাশের নিমিত্ত পুরুষেরা দেবোপাধি ও স্ত্রীলোকেরা দেবী উপাধি গ্রহণ করিবেন। প্রথম উদ্যমেই সম্প্রদায় বা বংশোপাধি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মণেরা—শর্ম্মাদেব, মুখার্জিদেব, ব্যানার্জিদেব; ক্ষত্রিয়েরা—বর্ম্মাদেব, সিংহদেব; কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য, শূদ্রেরা—ঘোষদেব, সেনদেব, দাসদেব, সাহাদেব, নমদেব; মুসলমানেরা—মহম্মদদেব বা কাজিদেব, সেখদেব, সৈয়দদেব; খৃষ্টানেরা—জর্জ্জদেব, মিণ্টোদেব, যিশুদেব ইত্যাদিরূপে দেবোপাধি গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ত্রীলোকেরা দেবী উপাধিই গ্রহণ করেন; কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য, শূদ্র স্ত্রীলোকেরা—ঘোষদেবী, দাসদেবী; মুসলমান স্ত্রীলোকেরা—আয়েষা দেবী, নুরজাহান দেবী; খৃষ্টিয়ান স্ত্রীলোকেরা—এনীদেবী, মেরী দেবী প্রভৃতিরূপে দেবী উপাধি গ্রহণ করিবেন। এইরূপে নামোপাধির সাম্যতায় ও সদাচার দীক্ষায় কয়েক পুরুষ পরেই—দলাদলি ও বৈষম্যভাব বিদূরিত হইয়া—বিশ্বমানব সমাজ পূর্ণ গৌরবে মানবজাতিতে ও মানব ধর্ম্মে উন্নীত হইবে।

(৩) প্রত্যেক থানা কেন্দ্র হইতেই—বিশ্বমানব সদাচার ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচার এবং সদাচার দীক্ষা প্রদত্ত হইবে। সুতরাং প্রচারক ভ্রাতৃগণ বিশেষতঃ কংগ্রেস কর্ম্মীগণ—কেহই আর কালবিলম্ব না করিয়া—কেহই আর দীর্ঘসূত্রী না থাকিয়া—অবিলম্বে প্রত্যেক থানা কেন্দ্র হইতে বিশ্বমানব সদাচার ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচার এবং সদাচার দীক্ষা প্রদান করুন্।

(৪) প্রত্যেক দেশীয় পার্লিয়মেণ্ট বা কাউন্সিল অগৌণে সদাচারবিধি পাণ্ডুলিপি অনুমোদনক্রমে অথবা পার্লিয়া মেণ্ট বা কাউন্সিলের অধিকাংশ মেম্বরের মতানুসারে—সদাচার বিধি পাণ্ডুলিপি সংশোধনক্রমে, সংশোধিত সদাচার বিধি আইন রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপিত করিলে সেই সেই দেশের প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক নরনারীই সদাচার দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। তৎপূর্ব্বেও যে কোন দেশের যে কোন সমাজের লোকেরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া—বিশেষতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধেরা অগৌণে এই সদাচার দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। (সদাচারবিধি—পাণ্ডুলিপি ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।) সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য পালনই অত্যাবশ্যকীয় বিধায়,—ব্রহ্মচর্য্যের

আবশ্যকতা ও শিক্ষা প্রণালী এবং নিরামিষ গ্রহণের উপায় বিষয়ে ব্রহ্মচর্য্য শির্ষকে কথিত হইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য বিষয় স্বামী নিগমানন্দের ব্রহ্মচর্য্য পুস্তকের সারতত্ত্ব "বীর্য্যধারণম্ ব্রাহ্মচর্য্যম্"—বীর্য্যধারণ করা বা শুক্রক্ষয় নাকরার নাম ব্রহ্মচর্য্য। পুরাণাদির মতে শ্রীশ্রীভগবান বা বিরাট পুরুষ "ক্ষিত্যপ তেজঃ মরুত ব্যোম" ভূমি জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত বা পঞ্চপ্রকৃতি সৃষ্টির সহিত পুরুষ ও প্রকৃতি বা আদম ও ঈবা নাম্নী দুইটী সন্তান সৃজন করেন, তাহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব ত্রিদেবতা ও কালী, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এই পঞ্চ দেবীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রতি সৃজন ভার অর্পণ করেন। ঐ তিনজন দেবতা ও পাঁচজন দেবী ব্রহ্মচর্য্য পালনে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এবং অনেকের বিশ্বাস ঐ ত্রিদেবতা ও পঞ্চদেবী বর্ত্তমানে"ও জীবিত আছেন ও তাঁহাদের পূজাদিতে প্রসন্ন হইয়া মানবেরের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত ঐ দেবদেবী পূজার বা তাহাদের চরিতাবলী পাঠের প্রকৃত অর্থ—ঐ দেবদেবীর চরিত্র অবলম্বনে চিরকৌমার্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে—মানবের দৈহিকবল স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও অমরত্ব লাভের চেষ্টা জাগ্রত রাখা।

বিশুদ্ধ বায়ু, নির্ম্মল জল ও পুষ্টিকর খাদ্যাদি স্বাস্থ্য বা জীবনী শক্তি রক্ষার সাহায্য করে, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী দরকারী ব্রহ্মচর্য্য পালন করা। যেহেতু—খাদ্যাদির সার সংগ্রহ করিয়া আমরা যে শক্তি (শুক্র) সঞ্চয় করি তাহা ব্যয় অর্থাৎ শুক্রক্ষয় করিলে কিরূপে আমরা জীবনী শক্তি—দৈহিকবল, স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধিবৃত্তি, পরমায়ু প্রভৃতি বর্দ্ধিত করিব? সেই অমরত্ব সেই লক্ষবর্ষ আয়ু হইতে পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য পালনের অবহেলায় বর্ত্তমানে আমাদের গড়ে আয়ু তেইশ বৎসরে পরিণতিরূপ যে শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়ছি, তাহাতে পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্যের ক্রমোন্নতি ব্যতীত পুনঃ উন্নতি লাভের অন্য কোনই উপায়ান্তর নাই। তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্টকর আহার্য্যাদি পরিত্যাগ করা, এবং শুক্রক্ষয় না হওয়ার উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জায়াং শুক্র সম্ভবঃ॥
শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধাং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্।
গর্ভবীজাং বপুঃ সারো জীবস্যাশ্রয়ঃ উত্তমঃ॥
ওজস্ত তেজো ধাতুনাং শুক্রস্তানাং পরম স্মৃতম্।
হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতি নিবন্ধনম্॥ (সুশ্রুতঃ)

আমাদের ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ রসরূপে পরিণত হয়, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি। শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ স্নিগ্ধ, বলপুষ্টিদায়ক ও গর্ভের বীজ, শরীরের সার এবং জীবনের সর্ব্বপ্রধান সহায় স্বরূপ—তেজোময় ওজোধাতুরূপে হৃদয়াধারে অবস্থিত থাকিয়া, তদিয় তেজোময় শক্তি সর্ব্বশরীরে বিকীরণ ক্রমে সর্ব্বাবয়ব রক্ষা করিতেছে ও কান্তি, পুষ্টি, স্মৃতি, বুদ্ধি, আয়ু, শক্তি প্রভৃতি জন্মাইতেছে। সুতরাং এ হেন জীবনাধার শুক্রক্ষয় হইলে,—দৈহিকবল, কান্তি, পুষ্টি, স্মৃতি, বুদ্ধি, ধারণা শক্তি, আয়ু প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায় এবং দেহ কাসি, যক্ষ্মা মেহ, শক্তিরাহিত্য প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগক্রান্ত হইয়া জরাজীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হয়। তাহাদের উৎপাদিত সন্তান সন্ততি ক্রমে আরও হীনশক্তি হইয়া জন্মগ্রহণ করে ও বিবিধ দুরারোগ্য কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া হীনবীর্য্য ও অল্পায়ু হয়। এইরূপে সেই আদি দেবতা ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাদি ঋষিগণ হইতে প্রায় দুইশত কোটী বৎসর যাবত—পুরুষানুক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্টতায় ক্রমশঃ হীনবীর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্পায়ু হইয়া সেই আদি সৃষ্টি বা সত্যযুগের লক্ষবর্ষ পরমায়ু স্থলে, বর্ত্তমানে গড়ে আয়ু তেইশ বৎসরে পরিণত হইয়াছে!—সুস্থ সবল সুবিলুল একবিংশতি হস্ত মানবদেহ—বর্ত্তমান আকার, স্মৃতি, বল তেজোহীন ও জরা ব্যাধির আকর হইয়াছে! বুদ্ধিমান মানবজাতির ঈদৃশ ক্রমাবনতি অধঃপতনে, ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্টজানিত কুকর্ম্মের ফল ব্যতীত—অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়ার বা কালের গতি বলার কোনই হেতু নাই। অতএব বিশ্বমানব ভাই ভাগিনীগণ! ধ্বংস প্রায় মানবজাতির রক্ষা পাওয়ার ও পুনরুদ্ধার বা ক্রমোন্নতির উপায় স্বরূপ—সদাচার বিশ্বদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সদাহার ও অহিংসা অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করুন।

প্রাচীন চতুরাশ্রম—চিরকৌমার্য্য, সন্ন্যাস, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ। চতুরাশ্রমেই ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়ম প্রণালী ছিল। সুশ্রুতের মতে—নারীর প্রথম ঋতুমতি হওয়ার তিন বৎসর পর গার্ভসংস্কার উচিত, তৎপূর্ব্বে সহবাস নিষিদ্ধ এবং পুরুষের পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বে ও নারীর ষোল বৎসরের কমে গর্ভসঞ্চার হইলে গর্ভ কুক্ষিগত অর্থাৎ গর্ভস্রাব হয় বা সন্তান বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা এখন অবিরতই হইতেছে,—অসংখ্য গর্ভস্রাব ও মৃত প্রসব হইতেছে; তদ্‌ভিন্ন মূর্ত্তিধরা, কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বধির, চিররোগা, বুদ্ধিহীন, বিকৃত মতিষ্ক সংখ্যাতীত। ইহা সর্ব্বদা দর্শন করিয়াও কি অদৃষ্ট বলিয়া বা লজ্জাস্কর মনে করিয়া প্রতিকার বিমুখ হওয়া উচিত? না, কখনও বিমুখ থাকিবেন না, ইহার প্রতিকারার্থে সদাচার দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করুন্।

সঙ্গীত।

(মতিরায়ের যাত্রার—"দাদা যাও যাও দিয়ে যাও"—গানের সুর।)

ও সেই চতুরাশ্রম, সদাব্রহ্মচর্য্যম্, বীর্য্যধারণম্ ব্রহ্মচর্য্য নাম।

১। ব্রহ্মচর্য্য নয়রে আশ্রম, চির কৌমার্য্য প্রথমাশ্রম, সদা ব্রহ্মচর্য্য হেতু ব্রহ্মচর্য্যনাম,—ও তার পরিনাম—চিরকৌমার্য্যে আর্য্যঋষির পরিণাম, ও তার পরিণাম সন্ন্যাস।

তৃতীয় গার্হস্থ্যাশ্রম,—পুত্রর্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, নইলে পাপাশ্রম্,
ও ভাই গর্ভদান ভিন্ন সহবাস নিষেধ,—
ও ভাই গার্হস্থ্যাশ্রমের বানপ্রস্থ শেষ, ব্রহ্মচর্য্য বিনে নাইরে আশ্রম।

২। যুবকের বয়স পঞ্চবিংশ, যুবতীর অষ্টাদশ,—তৎপূর্ব্বেতে বীর্য্য-ত্যাগে অধর্ম্ম অশেষ,—হয়রে যক্ষা, কাসি, দৌর্ব্বল্য, অল্পায়ু দেহে নানা রোগোদয়;—

ও ভাই পুত্রর্থে ক্রিয়া বিনে তাই—
ও ভাই পুত্রর্থ ব্যতীত বীর্য্যত্যাগ ক'রনা, বীর্য্যহীন নর মহাপাপী নাম।

৩। ভাই রামবুদ্ধ কয় ব্রহ্মচর্য্যে, নিরামিষ বিধি;—আমিষেতে বীর্য্য-স্খলন সেহেতু অবিধি—ব্রহ্মচর্য্য ফলে, দীর্ঘায়ু আর ইচ্ছামৃত্যু অমরত্ব

লভে ;—দেখ ভীষ্ম, দ্রোণ, শুক্রাচার্য্য,—তারা ব্রহ্মচর্য্য ফলে, যে গুণের গুণী, ব্রহ্মচর্য্যে পাবে সেই গুণধাম।

শুক্রই দেহের সার—জীবনী শক্তি বা আত্মা। শুক্রধারণে—সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ এবং শুক্রক্ষয় জন্যই—ব্যাধি, জরা, অকাল মৃত্যু বা অল্পায়ু হয় জানিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।

ষোল সতর বৎসর বয়স হইতে প্রৌঢ় পর্য্যন্ত বহুলোকের ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্টতা জনিত দুঃখ কাহিনী শ্রবণে ও দর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! দেশের উন্নতিকামী সমাজ সংস্কারক নেতাগণ, প্রচারক বক্তাগণ, শিক্ষকগণ পারিবারিক নেতৃবর্গ—দেশের ভাবীভরসাস্থল যুবক যুবতীদিগের অনুশোচনার বিষয় চিন্তা করুন। বহুলোকেই বলিতেছে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি অনুরাগ আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সময় মত এ বিষয়ে জানিতে পারি নাই, ব্রহ্মচর্য্যের উপকারীতা বিষয়ে বুঝিতে পারি নাই। এখন সব বুঝিতে পরিতেছি, কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? যে সর্ব্বনাশ হইবার তাহা হইয়াছে! বীর্য্য ধারণ করিব কি, বিবিধরূপ অত্যাচার অনাচারে বীর্য্যক্ষয় করিয়া, শক্তিহীন জরাজীর্ণ হইয়াছি। যদি পূর্ব্বে কেহ ব্রহ্মচর্য্যের উপকারীতা বিষয়ে বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিত, তবে বাঁচিতাম, এ সর্ব্বনাশ হইত না।" ইহাদিগকেও উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে গত বিষয়ের অনুশোচনা না করিয়া, আজ হইতেই ব্রহ্মচর্য্য পালন কর,—অর্থাৎ বীর্য্যধারণের জন্য,—শুক্রক্ষয় না হওয়ার জন্য যত্নবান হও। আজকার দিন অবহেলায় যাক, আগামী কল্য হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব বলিয়া দীর্ঘসূত্রী হইও না। নিরাশ হইও না—দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, বিগত যৌবনা বা সন্তানাদি প্রসবান্তে বিধবা হইয়া—যাহারা যতীব্রতী বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাহারাও ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে—কথঞ্চিৎ নীরোগী, হৃষ্টপুষ্ট, সৌন্দর্য্য বিভূষিত ও দীর্ঘজীবি হয়েন, তোমরাও তদ্রূপ ফল লাভের অধিকারী হইবে। ব্রহ্মচর্য্য পালনে ও সন্তানাদিকে, পরিজন বর্গকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানে মনোযোগী হও। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার হাওয়া বা ঢেউ উঠেছে, তোমরা পশ্চাদ্ পদ থাকিও না, তোমরাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া—সুস্থ, সবল, দীর্ঘজীবি হইয়া আপনাপন ও পরিজন বর্গের কল্যাণ সাধন কর।

যে সকল বালক ও যুবক উপদিষ্ট হইয়া—ব্রহ্মচর্য্যের উপকারীতা বুঝিয়াছে, তাহারাও অভিভাবকের তাড়না অত্যাচ্যারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত

পালন করিতে পারিতেছে না।—কোন কোন পিতা মাতার ধারণা পুত্র মৎস্য মাংস ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, আবার কেহ কেহ ডাক্তারদিগের অভিমত জানাইয়া বলে, মৎস্যাদি ভোজন না করিলে চক্ষুরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ উহাতে বলহানী ও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে! প্রত্যুত্তরে বিচার করিয়া দেখ,—নিরামিষ ভোজী যতীব্রতী বিধবারা বা হিন্দুস্থানীরা মৎস্য মাংসভোজী বাঙ্গালী অপেক্ষা বিষয় বুদ্ধি বিহীন কিম্বা চক্ষুরোগাক্রান্ত বা চশমাধারী নয়! বলবীর্য্য শক্তির কথা প্রত্যেকেই জানেন—নিরামিষ ভোজী পাঞ্জাবী বা মারহাট্টারা মৎস্য মাংসাভাজী বাঙ্গালী অপেক্ষা কিম্বা গোরা অপেক্ষা শিখ সৈন্যেরা অত্যাধিক সহিষ্ণু ও বলবীর্য্য শালী। মাংসাসী সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষা তৃণভোজী হস্তী বল বিক্রম শালী ও দীর্ঘজীবি। স্বাস্থ্যের কথা—মারহাট্টা বা পাঞ্জাবী, বাঙ্গালীর মত রোগা কি? পুরুষের ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ ও নারীর বাধক প্রদর সূতিকাদি নাই এরূপ বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ প্রায়ই দেখা যায় না। বাঙ্গালী মছলি খেকো বলিয়া পশ্চিম ভারতের হিন্দুরা ভ্রুকুঞ্চিত করে, বাঙ্গালী তাহাদের শত্রু নয়, বাস্তবিক উহা সদাচার ও স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ।

বিধবা বিবাহ অভাবে দিন দিন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে বলিয়া যাহারা অভিমত প্রকাশ করে, তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপনের কোনই হেতু নাই। কেন না পরিণত বয়সে বিবাহ হইলে বিধবা সংখ্যাও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে সুস্থ ও সবল থাকিয়া, চারি পাঁচ বৎসর অন্তর গর্ভধারণ করিলে, মৃত বৎসাদি তিরোহিত হইয়া হিন্দু বা সদাচারী সংখ্যা আশাতীতরূপে বর্দ্ধিত হইবে। হিন্দু বা আর্য্য সমাজের পায়ঠেলাভাবে যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, কিম্বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা রীতিমত শুদ্ধি বা সদাচার বিশ্বদীক্ষা গ্রহণে যাহারা সদাচার পালন করিবে তাহাদের দ্বারাও হিন্দু বা সদাচারীর সংখ্যা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে,—ইহার প্রকৃষ্ট উপায় মানব মাত্রকেই সদাচার বিশ্বদীক্ষায় দীক্ষিত করা। প্রকৃত পথ ছাড়িয়া বিপথগামী হইয়া চীৎকার করিলে কোন ফল হইবে না। পুরুষাণু ক্রমিক ব্রহ্মচর্য্য অভাবে মানবজাতি ক্রমেই শৌর্য্যবীর্য্য বিহীন, চিরব্যাধিগ্রস্ত ও অকালে কাল কবলিত হইতেছে, যাহা হইয়াছে তজ্জন্য অনুশোচনা বৃথা, এখন হইতে সাবধান

হইয়া—ব্রহ্মচর্য্যের উপকারীতা বুঝাইয়া দিয়া—সদাচার বিশ্বদীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া বালক বালিকা যুবক যুবতীদিগের রক্ষা করুন্। যে শিক্ষায় মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে, তাহার প্রচার লজ্জাজনক বা কুরুচি মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর রক্ষা নাই। আমরা আয়ু, বল, স্বাস্থ্য, মেধাশক্তি, উচ্চ আশা প্রভৃতি স্থূল কথায় জীবনের সর্ব্বস্ব বা উন্নতির যাবতীয় শক্তি হারাইয়াছি তাহার একমাত্র কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।

সাত্বিক আহারের অশেষগুণ—পৌরাণিক যুগে তাহার বহুল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান,—আতপ তণ্ডুল ও কাঁচাকলা খাইয়াই ঋষিশ্রেষ্ঠ জ্ঞান গরীষ্ঠ ব্যাস বশিষ্ঠ, পতঞ্জলি, জৈমিনী প্রভৃতি মহাত্মারা জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম্ম আলোকে ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়াছিলেন; একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় হননকারী পরশুরামের অমিত বিক্রম চিরকৌমার্য্য অবলম্বী ভীষ্মের নিকট অবনত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের প্রফেচর রামমূর্ত্তি শ্যামাকান্তের অলৌকিক পরাক্রম সর্ব্বজন বিদিত, লোকমান্য তিলক, গোখলে, অশ্বিনী দত্ত, গান্ধীজির ন্যায় কয়টী লোকের মাথা পরিষ্কার? এ সকল ও ব্রহ্মচর্য্যেরই ফল। কোন কোন যুবকেরা প্রকাশ করেন, পিতা ধর্ম্ম পুস্তক বা ধর্ম্মোপদেশ লাভের সুযোগ দেন না,—তাহাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে সর্ব্বদাই ভয়, সাধুসঙ্গ বা সৎগ্রন্থাদি পাঠে পুত্রটী ধার্ম্মিক হইয়া পাছে অর্থোপার্জ্জনে ঔদাস্য করে। সে সকল পিতারা ধর্ম্মরক্ষার্থে শিক্ষা লাভ না করায় হিরণ্যকশিপুর অবতার বিশেষ! এই শ্রেণীর জনৈক জমীদার একমাত্র পুত্রের ধর্ম্মভাব দৃষ্টে—একজন বারবনিতাকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া পুত্রকে সুপথে আনার প্রয়াশ পাইয়াছিলেন! তদ্রূপ বহু পুত্রের অধীশ্বর রাজারা মদ গোমাংস ও বেশ্যালয়ের অবাধ বাণিজ্য স্থাপন করিয়া পুত্র বা প্রজাকুল রক্ষা করিতেছেন! মানব সমাজের অধঃপতন এর চেয়ে অধিক আর কি হইতে পারে? ভ্রাতৃগণ! দেশোন্নতির জন্য সভাসমিতি করিয়া যতই চীৎকার করুন, প্রকৃত শিক্ষা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ব্যতীত কখনও সুফলের আশা নাই।

আমাদের দেশেই হিন্দু বিধবাগণ—দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য বিভূষিতা হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা বিঘোষিত করিতেছেন। আর আমরা খেচরের মধ্যে ঘুরী, জলচরের মধ্যে কুমীর ও চতুষ্পদের মধ্যে চৌকি বাদে বাকী

সমস্ত উদরস্থ করিয়া, সমগ্র বঙ্গদেশকে ভগবানের হাসপাতালে পরিণত করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্য পালন কর বলিলে চলিবে না, ব্রহ্মচর্য্য অভাবে কি ক্ষতি হইয়াছে আপামর সর্ব্বসাধারণের ইহা হৃদয়ঙ্গম: হওয়া আবশ্যক। নর-নারীদিগকে সদাচার বিশ্ব-দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া—ব্রহ্মচর্য্যের উপকারীতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া যদি তাহারা সাত্ত্বিক আহার্য্যের অভাব প্রযুক্ত সম্যকরূপে ব্রহ্মচর্য্য পালনে সক্ষম না হয়, তবে যাহাতে তাহাদের পুত্র কন্যাগণ তাহাদের জীবনাবধি ব্রহ্মচর্য্য পালনের পথ সুগম করিতে পারে, প্রথম উদ্যমে অন্ততঃ পক্ষে সেই সংস্কার লাভ করিতে হইবে,—সাত্ত্বিক আহার্য্যের উপযোগী ফল মূল শস্য দুগ্ধাদি যাহাতে যথেষ্টরূপে উৎপাদিত হয় তদ্রূপ সংস্কার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা হইতেছে, ভারতবর্ষে এ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কখনও লোপ হয় নাই, সে সকল বহু পৌরাণিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সন্ন্যাসাশ্রমে পরিণত হইয়াছে। লোকমান্য তিলক বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ লোক সন্ন্যাসী আছেন, তাহারা তাঁত বুনিলে মন্দ হয়না।" কথাটা হাস্যাস্পদ হইয়া থাকিলে, বর্ত্তমান ব্রহ্মচর্য্য জাগরণ দিনে সন্ন্যাসাশ্রম ও বৈষ্ণবাশ্রমের সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবেরা সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য প্রচারে সাড়া দিউন। অনাথ বালক বালিকা নর নারীদের জন্য স্থানে স্থানে অনাথ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আবশ্যক বটে; বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবাশ্রম বা আখড়া সমূহ শিবমন্দির, কালীমন্দির, ব্রাহ্মমন্দির, বৈষ্ণবমন্দির, জৈনমন্দির, মসজিদ, রামকৃষ্ণমিশন, শঙ্করমঠ এবং জমিদার ও ধনীদিগের প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রম, দেবালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পরিণত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক বিদ্যালয়ই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার উপদেশ হওয়া আবশ্যক এবং প্রকৃত শিক্ষা সৎসঙ্গ ও সদাহার, তাহা অভিভাবকের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর। সুতরাং ফল, মূল, তরকারী ও শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের জন্য—ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, ধনী, মধ্যবিৎ, কৃষক ও রাজপুরুষগণের বিশেষরূপে মনোযোগ আকর্ষণ প্রয়োজন। সদাহার (নিরামিষহার) গ্রহণের অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে—ফল, মূল, শস্য তরকারী প্রভৃতি উৎপাদন দ্বারা—সদাহারের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে উপদেশ প্রদান নিরর্থক ও নিষ্ফল।

কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে দেশ আচ্ছন্ন হইয়াছে!—পারিবারিক স্ত্রীলোক-

দিগের ধারণা হইয়াছে, স্বামী ও স্ত্রী একত্র হইলেই তাহাদিগকে একবিছানায় শোয়াইতে হইবে, পুত্র কি পুত্রবধূর, জামাতা কি কন্যার শারীরিক অবস্থার প্রতি তাহাদের কিঞ্চিৎমাত্রও লক্ষ্য নাই। "পুত্রর্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্" এধর্ম্মনীতি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া সহবাস শুধু কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থতায় পরিণত হইয়াছে! তাহারা বিশেষরূপে জানিয়া রাখুন যে, পরিণত বয়স না হইলে অর্থাৎ পুরুষের পঁচিশ বৎসর ও স্ত্রীলোকের ষোল বৎসরের নিম্নে সহবাস একেবারে নিষিদ্ধ। এবং গর্ভসঞ্চারের পর চারি পাঁচ বৎসর মধ্যে পুনঃ সহবাস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পরিণত বয়স্ক স্ত্রী পুরুষের সুস্থাবস্থায় সন্তান কামনায় চারি পাঁচ বৎসর অন্তর একবার মাত্র সহবাস হইতে পারে। তদন্যথায় প্রত্যেক পরিবারের নরনারী প্রত্যেকের শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধের ব্যাধি, জরা, অল্পায়ু বা অকালমৃত্যু নিবারণের অন্য কোনই উপায়ান্তর নাই।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং
সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি রেবচ
এতদষ্টাঙ্গ শুক্রক্ষয়ং প্রবদন্তি মনীষিণঃ
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভি।"

কামবিষয়ক কথা শ্রবণ করা কীর্ত্তন করা অর্থাৎ কামবিষয়ক বা হাব ভাবাদিপূর্ণ নাট্য গীত করা ও তাহা দর্শন বা শ্রবণ করা, তদ্‌বিষয়ক নাটক, নভেল, উপন্যাসাদি পাঠ বা শ্রবণ করা; পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর কেলি দর্শনাদি ও তদ্‌বিষয়ক (কামবিষয়ক) গল্প বলা কি শ্রবণ করা কাম প্রবৃত্তি মনে মনে চিন্তা, তদ্‌বিষয় সঙ্কল্প বা পুনঃ পুন চেষ্টা ও কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, এই অষ্টবিধ প্রকারে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য ও তজ্জনিত অপরাধে শুক্রক্ষয় হয়। ইহার বিপরীত আচরণ করা অর্থাৎ ঐ সকল না করাই বীর্য্য ধারণ বা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপায়। মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তি বা মানব মাত্রেই পরিণত বয়সে গার্হস্থ্য অবলম্বন করিবে ও "পুত্রর্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই ধর্ম্ম নীতি পালন ব্যতীত কখনও ঐ সকল রূপে শুক্রক্ষয় করিবেনা। এবং কাম প্রবৃত্তি দমনের জন্য নিম্নলিখিত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিবে।

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা প্রণালী

১। যোগাসন—বিশ্বমানব ভাই ভগিনীগণ! অবসর প্রাপ্ত সকল সময়, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি সময় ও যখনই কামচিন্তা বা চিত্ত চাঞ্চল্য ভাব ঘটিবে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ পদের গুল্‌ফ বামপদের উরু উপর ও বামপদের গুল্‌ফ দক্ষিণ পদের উরু উপর স্থাপন করিয়া প্রাণায়াম বা যোগাসনে উপবেশন করতঃ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করিবে। ইহা কামরিপু দমনের সর্ব্বোত্তম পন্থা!

২। কৌপীনধারণ—ভাই ভগিনিগণ! সর্ব্বদা পরিধেয় বস্ত্রাভ্যন্তরে ইন্দ্রিয় নিগ্রহকারক কৌপীন আটিয়া পরিবে। ইহা রিপুদমন, প্রফুল্লতা, উৎসাহী ও পরিশ্রমী হওয়ার উৎকৃষ্ট উপায়।

৩। মাতৃসম্বোধন—"মাতৃবৎ পরদারেষু" ভ্রাতৃগণ! পরস্ত্রীকে বিশেষতঃ পতিতা স্ত্রীলোক (বেশ্যাদি) মাত্রকেই মাতৃ (মা) সম্বোধন করিবে। ভগিনিগণ!—আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত সৎস্বভাবের লোকব্যতীত অসচ্চরিত্র কিম্বা অপরিচিত লোকের সহিত কখনও বাক্যালাপ করিবেনা।

৪। সৎসঙ্গ ও সদাহার গ্রহণ—ভাই ভগিনিগণ! সর্ব্বদা পিতামাতা অভিভাবকাদি গুরুজন প্রভৃতির সঙ্গে থাকিবে ও তাহাদের উপদেশ পালন করিবে। হিন্দুসমাজ প্রচলিত যতীব্রতী বিধবাদিগের আহার্য্য—অর্থাৎ নিরামিষ আহারই ব্রহ্মচর্য্য পালনের উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু বিধবারা যে দিবসে একবার মাত্র আহার করে, তাহা কামরিপু দমনের উত্তম উপায় হইলেও স্বাস্থ্য বা বলবীর্য্যের প্রকৃত উপায় নয় জানিয়া দিবাভাগে একবার অন্নাহার ও রাত্রে দুধরুটি বা ফলমূল প্রভৃতি কিছু খাইবে। এবং আবশ্যকীয় শাক সব্জী তরকারী প্রভৃতি উৎপাদন কি সংগ্রহ করিতে না পারিলে (যতীব্রতী বিধবারা ভিন্ন) স্বাস্থ্যবল বিবেচনায় পুষ্করিণীজাত রুই, কাতল, কৈ, মাগুর প্রভৃতি (যে সকল মৎস্য কদাহারী নয়) মৎস্য ও ছাগমাংস খাওয়া যাইতে পারে, তাহাতে অপকারীতা ভিন্ন উপকারীতাও যথেষ্ট আছে। পরিমিত বা অল্পাহার কর্ত্তব্য। অধিকভোজন কামোদ্দীপক ও ব্যাধিজনক।

খাদ্যবিষয়ে ডাঃ শচীন্দ্রদেব বৈশ্য পত্রিকায় এইরূপ মত প্রকাশ করেন, সংসারে মানুষ দুই প্রকারে শিক্ষা করে,—দেখিয়া শুনিয়া ও ঘাটিয়া বা বিপদে পড়িয়া। আমি শৈশবাবস্থায় আহার্য্য সম্বন্ধে সাবধান

না থাকায় তাহার কুফল উপভোগ করিয়াছি, সুতরাং খাদ্য বিষয়ে কিছু লিখিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস করি।

জীবন ধারণ করিতে হইলেই আহার অতিব আবশ্যক, আহার দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন ও— শক্তি মেধা বর্দ্ধিত হয়, অর্থাৎ যে জীবনীশক্তি আমরা পিতৃবীজ হইতে প্রাপ্ত হই—তাহা আহার সংযোগেই দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নৈতিক, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে দেহের যে ক্ষয় হয়, আহারে সে ক্ষয় ও পূরণ করে। আমাদের জীবন ধারণোপযোগী যে সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য আবশ্যক তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমাদের খাদ্যে ছয় প্রকার পদার্থ থাকে। (১) আমিষ জাতীয় পদার্থ (২) শ্বেতসার (৩) বসা (৪) লবণ (৫) জল এবং (৬) খাদ্যপ্রাণ (ভাইটামিন) নামক নূতন আবিস্কৃত পদার্থ। এই ছয়টা জিনিষই মানবদেহের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

তন্মধ্যে (১) আমিষ জাতীয় খাদ্য বিশেষভাবে দেহের ক্ষয় পূরণ করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করে। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব (ইহাতে মাছ ও পশুপক্ষীর রোগ প্রবণতা ও কদাহারী জন্য অস্বাস্থ্যকর) ডাইল শুঁটি, বরবটি, ছাতু (গমচূর্ণ) বেসম (চাউলচূর্ণ) ছানা, দুগ্ধ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। বাল্যকাল হইতে যৌবনের শেষ পর্য্যন্ত এই সকল খাদ্য শরীর গঠনের সহায়।

(২) শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যদ্বারা আমাদের শরীর গঠনের বিশেষ সাহায্য হয় না, কিন্তু ইহাদ্বারা আমাদের শরীরে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার ও তাপ রক্ষা হয় এবং আমাদিগকে শ্রম সহিষ্ণু করে। চাউল, ডাইল আটা, ময়দা, আলু, গুড়, চিনি, সাগু, বার্লি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য।

(৩) বসা বা চর্ব্বিজাতীয় খাদ্যের মধ্যে ঘৃত, তৈল, নবনীত, ডিম্বের কুসুম শ্রেষ্ঠ। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের ন্যায় ইহাদের দ্বারাও দেহের তাপরক্ষা ও শক্তি সঞ্চার হয় এবং শ্বেতসার হইতেও বসাজাতীয় দ্রব্যের শক্তি অধিক।

(৪) লবণ প্রায় সকল খাদ্যেই বর্ত্তমান আছে, উদ্ভিজ্জ খাদ্যেই

লবণের ভাগ বেশী। জীবন ধারণের জন্য লবণজাতীয় খাদ্য আমাদের প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা যে পরিমাণ লবণ খাই, তদপেক্ষা অনেক কম খাইলেও আমাদের শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না।

(৫) জল—মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। পৃথিবীর যেরূপ তিন ভাগ জল, তদ্রূপ মানবদেহেরও চারিভাগের তিনভাগ জল। দেহযন্ত্র ধুইয়া পরিষ্কার করাই জলের প্রধান কার্য্য।

(৬) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন—নামক অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আমাদের আহার্য্যে থাকে, এই পদার্থটী নূতন আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল করে, আজ পর্যান্ত পাঁচ প্রকারের ভিটামিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন গ্রহণ না করিলে শিশুদের অস্থিবিকৃতি হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্তাদিগের ও বেরি বেরি স্কার্ভি প্রভৃতি রোগ জন্মে। গোঁড়া লেবু, কমলা লেবু ও বিলাতি বেগুনে চারিপ্রকার এবং বাঁধাকপি, পালংশাক ও শালগমে তিন প্রকার ভিটামিন পাওয়া যায়। সুতরাং এই সকল দ্রব্য অর্থাৎ অম্ল-মিষ্ট শাক সব্‌জি, ফল মূল উপযুক্তরূপ আহার করা কর্ত্তব্য।

উপরে যে ছয় জাতীয় খাদ্যের কথা বলা হইয়াছে, মনুষ্য মাত্রেই দেহ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে আমি কিছু সুস্থ হইয়াছি কেবলমাত্র নিম্নলিখিত খাদ্য নিয়ম পালন করিয়া। আশা করি প্রত্যেক বিদ্যার্থী এবং সকলেই খাদ্য নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিবেন।

প্রাতে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ বা ব্যায়ামের পর অঙ্কুরোদ্গত মুগ বা ছোলা, একটু আদা লুন কিম্বা গুড়ের সহিত সেব্য। আছাটো আতপ চাউলের অন্ন, সুসিদ্ধ মশুর ডাইল, প্রচুর পরিমাণে টাটকা উদ্ভিজ্জ ও সাধ্যমত টাটকা মৎস্য খাওয়া আবশ্যক। অবস্থায় কুলাইলে অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধসের জ্বাল দেওয়া গোদুগ্ধ বিদ্যার্থীর পক্ষে হিতকর। ভাতের ফেন যাহাতে গালা না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাউচিত। ভাতের ফেন না গালিয়া ভাতের মধ্যে পুযিয়া ভাত পাক করা উচিত, ইহা অতি পুষ্টিকর খাদ্য। প্রাতে চিড়া, দই, গুড় বা নারিকেল ও চিনি সহ চিড়া উত্তম পুষ্টিকর। টাটকাফল ভোজন করা হিতকর, কমলালেবু কাগজী অথবা গোড়া লেবুর রস গুড় সহ সেবন খুব হিতকর। চা, কফি, বাজারের চপ, কাটলেট, সন্দেশ, রসগোল্লা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

চায়ের নেশা ও সন্দেশের লোভ বহু বালকের ভবিষ্যত জীবন নষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে। নৈশ ভোজনে ভাত না খাইয়া সহ্যমত আটার রুটি, ডাইল ও তরকারী সহযোগে আহার করা উত্তম মনে করি। পচা ও বাসীদ্রব্য কখনও ভোজন করিবে না। এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি জন্য ঐশ্বরিকদান সূর্য্যালোক ও মুক্তবায়ু এ দুটী জিনিষ অত্যাবশ্যক। ইহা দ্বারা শরীরের গ্লানি নাশ ও দেহ বহু রোগের হাত হইতে রক্ষা পায়।

৫। কুভোজন, কুসংসর্গ ও বিলাসিতা বর্জ্জন—মদ ও মাংস বিশেষতঃ নিষিদ্ধমাংস এবং পেয়াজ প্রভৃতি উগ্রবীর্য্য কামক্রোধাদি ও ব্যাধি উৎপাদক, উহা কখনও স্পর্শও করিবে না। কখনও অলস হইবেনা, যাহারা তাস পাসাদি খেলে, কর্ম্মবিহীন বেকার লোক তাহাদিগকে অলসবলে, অলসতা মহাপাপ বা সর্ব্ববিধ দুঃখের আকর। প্রত্যহ স্নানকালে অঙ্গমার্জ্জনা ও পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করা উচিত। শীতাতপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য খাদী বস্ত্রাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিলাসিতা মহাপাপ বা জনসমাজের মহা অনিষ্টকর,—গন্ধদ্রব্য অঙ্গেলেপন, চিত্রবিচিত্র বা অতিসূক্ষ্ম কি কারুকার্য্যাদি খচিত বস্ত্রাদি ও স্নুবর্ণাদির অলঙ্কার ধারণ করার নাম বিলাসিতা। বিলাসিতার দেখাখেখি আকর্ষণে মানব সমাজের দৈনন্দিন কার্য্যনির্ব্বাহ অচল হইয়া উঠে, ইহাতে মানবজাতি উৎসন্ন হয় বা হইতেছে যথা কৃষিজীবি পরের আইল ভাঙ্গিয়া চুরী বা অপহরণ না করিলে, খাজানাদিতে বা পরঋণ পরিশোধে ছল চুতা না করিলে সংসার চলেনা, চাকরীজীবির ঘুস না লইলে বা চুরী না করিলে, দোকানদারের মিথ্যাকথা না বলিলে বা ভেজাল কি ওজনে ঘাটতি না করিলে সংসার চলেনা, জমিদারের জমিদারী নিলাম হয়, ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়া বিলাসিতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

৬। নিয়মিত পরিশ্রম—ভাই ভগিনিগণ! প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে পদব্রজে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিবে এবং কোদালী দ্বারা মাটী কোপাইয়া ভূমি প্রস্তুত ক্রমে, ফল মূল তরকারী প্রভৃতি জন্মাইবার বীজ বা চারা রোপণ কি বপন করিবে, তাহাতে বেড়াদিবে ও জলসিঞ্চনাদি করিবে, কিম্বা চরকা দ্বারা সূতা কাটিবে। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে বৎসরে অন্যূন দশ বারটী নারিকেল, সুপারী, আম, কাঁঠাল, লিচু, আতা, বেল, জাম,

জামরুল, পেঁপে, ডালিম, আমলকী, হরীতকী, কলা, কচু, আলু, শশা, লাউ, কুমড়া, শিম, শিমূল, কাপাস, আকন, বেগুন, আনারস, কুল, মুগ, বরবটী, উচ্ছে, ঝিঙ্গা, প্রভৃতির চারা বা কলম রোপণ করিয়া রক্ষা করিতে হইবে। কিম্বা চরকা দ্বারা অন্যূন একসের সূতা কাটিতে হইবে। তাহা না করিলে অন্যূন একটাকা জরিমানা দিতে হইবে, নচেৎ প্রমোশন পাওয়ার যোগ্য হইবে না এবং নিয়মিতরূপে কার্য্য করিলে পুরস্কার পাইবে। ছাত্র ছাত্রীগণ ভিন্নও নরনারী গৃহী মাত্রকেই উহা করিতে হইবে।

৭। নিরামিষ গ্রহণের উপায়—ভাই ভগিনীগণ প্রত্যহ রান্নার পর উনানের ছাইগুলি কোনস্থানে স্তূপ করিয়া রাখ, তৎপর দশ বারহাত লম্বা একহাত প্রশস্ত ও গভীর দুই চারিটী গর্ত্ত খনন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ছাই ও মৃত্তিকা মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিয়া মেটে আলু, মানকচুর চারা কল মাথি রোপন কর, তদ্ভিন্ন লাউ, কুমড়া, শশা, বরবটি, বেগুনাদির চারা যাহা রোপণ করিবে, তাহাতেই যথেষ্ট ফল প্রদান করিবে, গোময় সার দিলে আরো অধিক ফল ফলিবে। ছাগল গরুতে নষ্ট না করে তজ্জন্য গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে বেড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এ সকল এবং কলা নারিকেলাদির চারা লাগাইবার প্রণালী অনেকেই জানে তাহাদের নিকট দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ফলমূল তরকারী প্রভৃতি প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রত্যেক পরিবারেই না জন্মাইলে, শুধু হাট বাজারের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিলে অর্থাভাবও ঘুচিবেনা, নিরামিষ আহার্য্য দ্রব্যাদিও সুচারুরূপে মিলিবেনা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক পরিবারেই দুগ্ধবতী গাভী পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এসকল না করিলে, নিরামিষ আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ চেষ্টায় উৎপাদন না করিলে, নিরামিষ আহার অভাবে মানব জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায় স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন অভাবে মানবজাতি ক্রমেই হীনবীর্য্য, ব্যাধিগ্রস্ত, অল্পায়ু বা অকালে কাল কবলিত হইবে, তাহা নিবারণের অন্য কোনই উপায়ান্তর নাই।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বব্যাপি জাগরণ।

(১)

গাও বিশ্বব্যাপি একতা বারতা,
ধর্ম্ম সত্য প্রীতি সত্য পবিত্রতা,
নাদের ডায়ার * কভু নাহি হোক
বুদ্ধ গান্ধী সীতা সাবিত্রী ধরুক
জগৎ জননী জগতের মাতা।
বিশ্ব স্বরাজে হওরে মাতোয়ারা।

(২)

ত্যজি যুদ্ধ হত্যা পাশবিক রীতি
সাধ ব্রহ্মচর্য্যে মানব উন্নতি
যাগ যজ্ঞ স্তব নমাজ উপাসনা
ও সকলে শুধু হবেনা হবেনা,
পুত্র কন্যাগণে গরাও দেবতা
ব্রহ্মচর্য্য আর সদাচার দ্বারা।

(৩)

ফলাও প্রচুর শস্য ফল মূল
কলা কচু আলু লাউ সিম ওল

---

* নাদের দিল্লী ধ্বংশকারী—নাদেরশাহ। ডায়ার—পঞ্জাবের অত্যারী সেনাপতি।

ফলকর বৃক্ষাদি বিশ্ব ব্যাপিয়া
ফল শস্য ভরা কর বসুন্ধরা
চরকা চালায়ে কাট সবে সূতা
পর কুতূহলে খদ্দর গরিয়া।

(৪)

ছিল সত্য যুগে লক্ষবর্ষ আয়ু
ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্টে এবে তেইশেয়ু
একুশ হাত দেহ হয়েছে তিন
জাতি ধর্ম্ম আদি হ'য়ে ভিন্ ভিন্
ধ্বংশ প্রায় মানব জিয়া কি মরা
দেখরে দেখরে নয়ন মেলিয়া।

(৫)

আদি দেবধাম হিমালয় দেশে
দেব ভ্রাতৃদ্বন্দে দেবাসুর ঘোষে
দেবাসুর যবে সমুদ্র মথিল
এ বিপুল পৃথ্বী তা হ'তে জাগিল
সেই দেবাসুর জগৎ ব্যাপিয়া
ছাড় জাতি ভেদ দৈত্য আদিত্যেরা।

(৬)

সেই দেবাসুর দেবতা ও দৈত্য
সেই দেবাসুর—আর্য্য ও অনার্য্য

সেই দেবাসুর—হিন্দু ও বৌদ্ধ
সেই দেবাসুর—মোসলেম খৃষ্ট
জগৎ ব্যাপিয়া ভাই ভগিনীরা
বিশ্ব দীক্ষা ল'য়ে হওরে দেবতা।

(৭)

সু কু প্রবৃত্তি বা অদিতি ও দিতি
অদিতি-আদিত্য দিতির দৈত্যাদি
(কিম্বা) আদমঈবার বংশধরগণ
অথবা পুরুষ প্রকৃতি সন্তান
জগৎ ব্যাপিয়া ভাই দেবতারা
বিশ্বদীক্ষা ল'য়ে হওরে দেবতা।

(৮)

এখনও জাগিয়া কররে পণ
সদাচারে সবে হও এক মন।
হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদি আদি
ত্যজি ও খেতাব হও মানব জাতি
বিশ্বদীক্ষা ল'য়ে হওরে দেবতা
শান্তি স্বরাজে হওরে মাতোয়ারা।

(৯)

ডাই ভোর্স নিকা তালাক ছাড়িয়া
অচ্ছেদ্য বিবাহে পবিত্র হইয়া
গো মহিষ হত্যা মদ্যাদি ত্যজিয়া
অনাচার সব দাও ঘুচাইয়া
বিশ্বদীক্ষা ল'য়ে হওরে দেবতা
হোক বিকশিত বিশ্ব মানবতা।

(১০)

এসেছ কি সবে এই ধরাধামে
ভোগ বিলাসের সঙ সাজিবারে
মানুষ তোমরা মানবের তরে
সকলে তোমরা জগতের তরে
সকল হৃদয়ে ধর্ম্ম তৃষ্ণা ভরা
সেই দেববংশ সম্ভূত তোমরা।

(১১)

হিংসা প্রতিহিংসা মান অভিমান
ক্রোধ লোভ স্বার্থ কররে বর্জ্জন
স্নেহ ভক্তি আর কর্ত্তব্য পালন
ক্ষমা দয়া কর সবার ভূষণ

বিশ্বদীক্ষা ল'য়ে হওরে দেবতা
শান্তি স্বরাজে হওরে মাতোয়ারা।

(১২)

বিলাসিতা আর আমোদ প্রমোদ
খেলা তীর্থ যাত্রা ছাড়হে সুবোধ
ও সকল তরে যত কিছু ব্যয়
কররে অর্পণ দরিদ্র সেবায়
কর সদুপায় দরিদ্র জীবিকা
ঘুচিবে অশান্তি তুষিবে বিধাতা।

(১৩)

এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হ'লে করায়ত্ত
ভোগ বিলাসের না হয় পর্য্যাপ্ত
ত্যজ পরবিত্ত সাধ ব্রহ্মচর্য্য
রবে না অভাব রবে না দুষ্কার্য্য
সত্য পথে কর সত্যের সাধনা
বিশ্বদীক্ষা বাণী সত্যের ঘোষণা।

(১৪)

বিশ্বধর্ম্ম বাণী জেনো সবে সার
মানব চেষ্টায় হবে কার্য্যোদ্ধার

বিধিকাল চক্র ঘোরে অনিবার
দীর্ঘ সূত্রতায় না হইবে আর
কাল পাপ স্রোত দাও ঘুচাইয়া
শান্তি স্বরাজে হওরে মাতোয়ারা।

(১৫)

বাজ্‌ওরে বীণা সুস্বর মোহিনী
শুনিয়া জগৎ মাতুক এখনি
বিশ্বময় ধ্বনি বিশ্বদীক্ষা বাণী
এ নহে স্বপন এ নহে কাহিনী
জগৎ যুড়িয়া ভাই ভাই মোরা
এ বিশ্ব স্বরাজ এ বিশ্ব বারতা

(১৬)

সর্ব্বশক্তিমান জাগাও মেদিনী
জাগো গোমা শক্তি শক্তি স্বরূপিনী
কর্ম্মীবৃন্দ সবে মাতরে এখনি
গাও ভ্রাতৃবৃন্দ জগজ্জয়ী বাণী
ব্রহ্মচর্য্য আর সদাচার দ্বারা
বিশ্ব ধর্ম্ম হোক জগৎ যুড়িয়া।
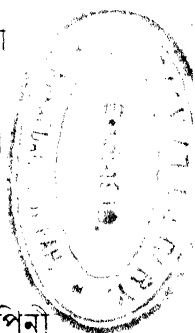
নিবেদন।

সর্ব্বশক্তিমান দয়াল পিতা! তুমি বেদ বেদান্তে নিত্য সত্য অজর অমর গায়ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত। ত্রিপিটকে বুদ্ধরূপে, বাইবেলে ঈশ্বর পুত্র যীশুরূপে, কোরাণে ঈশ্বর প্রেরিত রসুল মহম্মদরূপে, গীতায় স্বয়ং ঈশ্বর কৃষ্ণরূপে, রামায়ণে রামরূপে, পুরাণাদিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী দুর্গাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছ। কেহ বলেন, তুমিই সব করিতেছ তুমি মানবের অদৃষ্ট লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতেছ, মানুষ সেই ভাগ্য লিপির নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে বা কর্ম্মফল ভোগ করে। আবার কেহ বলেন, তুমি মানুষের জাগতিক কার্য্যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তুমি যে শক্তি দিয়া মানব জাতির আদি পিতা মাতা পুরুষ ও প্রকৃতি নামা দেব দেবী বা আদম ঈবাকে সৃজন করিয়া ছিলে, তাঁহাদেরই অধস্তন বংশধর রূপে মানবজাতি—শিক্ষা দীক্ষার অনুশরণে ও তদবিপরীত বিলোপাদি কারণে—প্রত্যেক মানুষ তাহার সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বক্ষণই তাহার নিজ নিজ ও ভবিষ্যৎ বংশাবলীর অদৃষ্ট নির্ম্মাণ করিতেছে। এবং তদনুসারে রাজনীতির সমাজনীতির পূর্ব্বপুরুষের ও স্বকীয় কর্ম্মের যৌগিক মিশ্রণের * বশবর্ত্তী হইয়া অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। যেরূপেই হউক তুমিই করিতেছ বা মানবের কর্ম্মফলেই সমুদ্ভূত হউক—বর্ত্তমান জগতে ভারতীয় ধর্ম্মী † ও আরবীয় ধর্ম্মী হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান এই চারিটী প্রধান দলের দলাদলি, হিংসা, দ্বেষ ও ব্রহ্মচর্য্য অভাবে—বহুকালাবধি দুর্ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, অল্পায়ু, অকাল মৃত্যু ও যুদ্ধাদি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া

---

* এই যৌগিক মিশ্রণ শক্তি অতিব দুর্জ্ঞেয় বিধায় ইহার নাম অদৃষ্ট।

† ভারতীয় ধর্ম্ম—ভারতে প্রচুর খাদ্য শস্য ও বর্দ্ধিত জনতা হেতু—খাদ্যাখাদ্য বিচারের ও বিবাহ নিয়মের উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল, তজ্জন্য ভারতীয় জাতির মনোবৃত্তি স্বাভাবিক দয়া প্রবণ সারল্য পূর্ণ। কিন্তু আরবীয় মরুময় দেশে জনতা বিরল ও খাদ্য শস্যের অভাব বশতঃ Necessity knows no Law. আকাইলে ধর্ম্মে কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার হইতে পারে না। অর্থাৎ আরবের ন্যায় মরুময় দেশে বিবাহ নিয়মের ও খাদ্যাখাদ্যের বিচারের উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। তজ্জন্য

নিয়ত অশান্তি ও মহাদুঃখে উৎসন্ন হইতেছে! তোমার এ প্রিয় জগতের এ মহা দুর্দ্দিনে—এ বিশ্ব জনিন বিপত্তিকালে তোমার প্রিয়

তাহাদের চিত্তবৃত্তিও পরাস্বাপহরণ—পরধন পররাজ্যাপহরণাদি হীনবৃত্তিতে গঠিত হইয়া জগৎ ব্যাপী হইয়াছিল। (বর্ত্তমানে অবাধ বাণিজ্যের ফলে সকল দেশই প্রায় সমতুল্য হইয়া উঠিয়াছে।) এইরূপ স্বাভাবিক নিয়ম ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে এযাবত কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মহোপদেশগুলি কোন দেশেই কেহ আমলে আনে নাই শুধু দলবদ্ধ হইয়াছিল মাত্র! যে হেতু প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রই ত বলে (১) সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথা বলিও না, ইহা দ্বারা মিথ্যা কথা মিথ্যা আচরণ লোপ হইয়াছে? না আদালতের দণ্ডভয়ে কথঞ্চিৎ মিথ্যাচরণ বিলুপ্ত হইয়াছে? (২) পরদার বা বেশ্যাবৃত্তি করিও না, (৩) সুরাপান করিও না। ইহা তো বেশ্যালয় ও মদের দোকান সাজাইয়া রাখিয়া বাক্য পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে! (৪) পরবিত্ত পরধন চুরী বা অপহরণ করিও না (৫) একগালে চড় দিলে অপর গাল পেতে দাও (৬) অপরের সন্তোষের জন্য আত্মমত আত্মপ্রাণ বলি দাও। ইত্যাদি মহোপদেশ বাক্যগুলি কে কতদূর পালন করিতেছেন বা কে কতটুকু পালন করিতে পারেন? যদি না পারেন, তবে বড় গাইর বাছুর বলিয়া হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চিয়ান বলিয়া পরিচয় দিতে, তন্মূলক বড়াই করিতে, ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া দল পাকাইয়া গোড়ামি বা গুণ্ডামি করিতে লজ্জা বোধ হয় না কেন? এ কেনর উত্তর, পৃথিবীর রাজারা সব দুর্ব্বল চিত্ত, এ ষণ্ডা গুণ্ডা দলের শাসন করিতে অসমর্থ! ভারতীয় অযোগ্য ভূম্যধিকারীর ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ড গ্রহণ করেন, কিন্তু অযোগ্য রাজাদের দণ্ডদাতা কেহ নাই। (এতদ্ বিষয় বিশ্বশান্তি বিধি দৃষ্টি করিবেন।) ভারতের পৌরাণিক প্রথায় রাজার কোন জাতি বা ধর্ম্মভেদ ছিল না, কিন্তু চতুর্ব্বর্ণ ব্যবস্থায় রাজাকে ক্ষত্রিয় পর্য্যয় ভুক্ত করিয়াই হিন্দু রাজত্ব লোপের সূত্রপাত হইয়াছিল; তৎপর পঞ্চম জাতি বৌদ্ধের, ষষ্ঠ জাতি মুসলমানের রাজত্ব টিকে নাই। খৃষ্টির রাজত্ব ও প্রতিষ্ঠীত থাকিতে বা শান্তি শৃঙ্খলা হইতে পারিবে না। কারণ যে জাতি বা যে ধর্ম্মাবলম্বী কেহ রাজা হইবেন, তাহার জাতি

ভক্ত রাজা, বাগ্মী ও ধনীদিগকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত ও উত্থিত কর। রাজার রাজ্য এরূপ বিভিন্নমতের স্বেচ্ছাচারী দলাদলিতে উৎসন্ন

বা তাহার ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রভুত্বভাব পোষণ করিবেই কিন্তু জন্মগত অধিকার তদ্রূপ ভাবের প্রতিদ্বন্দী থাকিয়া অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিবেই করিবে। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন জাতিভেদ বর্ত্তমান থাকিতে পৃথিবীতে বিশেষ ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপনের কোনই সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য প্রত্যেক রাজা ও মানব মাত্রেই—সদাচারদীক্ষা গ্রহণ করিয়া মানব ধর্ম্মা-বলম্বী ও মানব জাতি হইবেন। সেনসাস্ রিপোর্ট, আদালতের ও রেজিষ্টারী অফিসের কার্য্যে—জাতি ধর্ম্ম লেখা পদ্ধতি বর্জ্জন করিবেন।

হে অন্তর্য্যামী সর্ব্ব শক্তিমান! এই যে ভারতে বর্ত্তমান মহা অশান্তিময় অরাজকতার উদ্ভব হইয়াছে; ভারতের এ মহা দুর্দ্দিনে তুমি কি জাগতিক কার্য্যে নির্লিপ্ত বুঝিব? তোমার গায়ত্রী মন্ত্রের "ধিয়োয়োন্ন প্রচোদয়াৎ" আমাদিগকে কি বিজ্ঞাপিত করিতেছে? যেরূপেই হউক বৃটেনাধিপতি এই ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, কিন্তু ভারত সন্তানের জন্মগত অধিকার সূত্রে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট বা ভারতবাসী ভারত সাম্রাজ্য দাবী করিতেছেন। এখানে ন্যায় বিচারের সুবুদ্ধি আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত কর। একদিকে আইন অমান্য ও পিকেটিং এবং অপর দিকে কারাদণ্ড ও পুলিশের অত্যাচার কাহিনী। এই উভয় পক্ষের সংঘর্ষণে সাম্রাজ্যের আয় ব্যয়ের অবস্থা যেরূপ দাড়াইয়াছে বা যেরূপ দাঁড়াবে, তাহাতে ব্রিটীশের পক্ষে এ রাজ্য পরিচালনা নিতান্ত বিড়ম্বনা বা ঘোরতর কলঙ্ক জনক। এমতাবস্থায় স্বঃতই মনে উদিত হইতেছে যে, মহা মহিম পরমদয়াল সম্রাটবাহদুর বা ব্রিটীশ জাতি—ভারতবাসী আপামর সকলেরই আকাঙ্খিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিয়া—এই ভারত ব্যাপী অশান্তি অরাজকতারূপ দাবানল নির্ব্বাপিত করুন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে কংগ্রেস কর্ম্মীরা—বিশ্বমানব ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচার করুন্।

ইহা অতিবসত্য কথাযে,—অনাদিকালে হিমালয় পর্ব্বতের অত্যুচ্চ প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী সমুদ্র জলে নিমজ্জিত ছিল ও সমুদ্র মন্থনের পর—বর্ত্তমান মহাদেশ, দেশ, প্রদেশাদি সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত

হইবে কেন? সেই অনাদিকালের দেবাসুর বিভাগ হইতে অনন্ত হইয়াছিল। হিমালয়ের সেই আদি মানব জাত (দেব দৈত্যাদি) ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে, তিব্বত, চীনে, এসিয়া মহাদেশ ও সুদূর ইউরোপ, অফ্রিকা, আমেরিকা, ও শিয়ানিয়া বা দ্বীপপুঞ্জে ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের সুচিন্তা সুসভ্যতা—কোন কোন দেশে শিক্ষা দীক্ষা প্রভাবে উৎকর্ষতা লাভ করিয়া জগতের শিরস্থানীয় হইয়াছিল ও কোন কোন দেশে স্মৃতি বিলুপ্ততায়, শিক্ষা দীক্ষা অভাবে বা বিলোপাদি কারণে অসভ্য বর্ব্বররূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই আদি মানব জাতি (দেব দৈত্যাদি) ক্রম দূরবর্ত্তীতায় ভাষার বিভেদ ও দেশাচার জাতি, ধর্ম্ম, সামাজিক নিয়ম জন্মাইয়া বর্ত্তমানে ঘোর স্বার্থান্বেষী ও হিংস্র ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সেই আদি মানবজাতি দেব দৈত্যাদিতে প্রতিদ্বন্দীতা ভাব থাকিলেও, সহস্রাধিক বৎসর যাবত আরবীয় ধর্ম্ম প্রবাহে সমগ্র পৃথিবী অশান্তিময় হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মরু ময় আরবের তাৎকালিক দেশাচার ধর্ম্মই আরবীয় ধর্ম্ম। পবিত্র কোরাণ, বাইবেলর ধর্ম্ম আরবীয় বা অনাচার ধর্ম্ম নহে। ইস্‌লামধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক খোদাবক্স বলেন, "হিন্দুদিগের যেমন উপযুক্ত গুরু পুরোহিতের অভাবে ধর্ম্ম বিশ্বাসের অবনতি ঘটিয়াছে, তেমনি মুসলমান সমাজেও সংকীর্ণ স্বার্থ অজ্ঞ মুসলমানদিগের ভ্রান্তমত প্রচারের ফলে ধর্ম্ম বিশ্বাসের অতীব অবনতি ঘটিয়াছে। ভারতে কেরাণের ধর্ম্ম কখনও আত্মগৌরব মণ্ডিত না হওয়ায় সাম্প্রাদায়িক বিবাদ এরূপ তীব্রভাব ধারণ করিয়াছে। ডাক্তার সিদ্দিক বলেন, মহম্মদ কখনই ধর্ম্ম প্রচারার্থে জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে বলেন নাই, পরমত সহিষ্ণুতাই ইস্‌লামধর্ম্মের সার তত্ত্ব। বর্ত্তমানে বহু মুসলমনই যে, এই সার তত্ত্ব ভুলিয়া কি কুকর্ম্মই করিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।" বাস্তবিক এদেশের বৈষ্ণবেরা যেমন মহাপ্রভু চৈতন্যের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অনেকেই প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে পারে নাই, তদ্রূপ মরুময় আরবের অনাচারীরাও কোরাণ বা বাইবেলের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া অনেকেই প্রকৃত মুসলমান বা প্রকৃত খৃষ্টান হইতে পারে নাই, বরং তাহাদের অনাচার অত্যাচার ও তদনুরূপ শিক্ষাদীক্ষা জগৎব্যপী হইয়া সর্ব্বত্র অশান্তি বিস্তার করিয়াছে।

ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হেতু—অশিক্ষা ও কুশিক্ষাজাত অনাচার ও

সহস্র বৎসর যাবত আরবীয় ধর্ম্মীদিগের নিপীড়নে অধঃপতিত—অতীত গৌরবের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ—নিবিড়ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিলেও মহামতি হিউম প্রতিষ্ঠিত মহা সমিতি (কংগ্রেস) ও ভারতবন্ধু মটেগু প্রবর্ত্তিত কাউন্সিল ভারতের আশা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। যাহারা বিশ্বমানবধর্ম্ম ও বিশ্বমানবজাতি কথা অসম্ভব বলিয়া মতপ্রকাশ করেন, তাঁহারা স্থিরচিত্তে চিন্তা করুন্

"সকলি সম্ভব প্রভু সর্ব্বশক্তিমান,
তব ইচ্ছা ইচ্ছাময়" সকলি সম্ভব।"

তাঁহারা কবীন্দ্র রবিন্দ্র নাথের বিশ্বভারতী ও ইউরোপের শান্তি সমিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন্।

ভারতের বিবিধ ভাষা, বিবিধ ধর্ম্ম, বিবিধ জাতির ভিতরে—কংগ্রেসের বাণী—ভারতীয় জাতি গঠনের কথা—কংগ্রেসের বাল্যাবস্থায় সকলেই কি অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করেন নাই? কিন্তু তাঁহাদের কথায় পশ্চাদ্‌পদ না হইয়া কংগ্রেসের অসাধারণ অধ্যাবসায় গুণে—আজি যে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—পাঞ্জাবী, মারহাটী, দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী. বেহারী, বাঙ্গালী উড়িয়া, আসামী, বর্ম্মিদের প্রাণ একতানে একপ্রাণতায় বাজিয়া উঠিয়াছে—তথাপিও কি কেহ কেহ কংগ্রেসের নিন্দা চর্চ্চা করেন না? সুতরাং যাবতীয় মহোত্তম কার্য্যারম্ভে—অবিশ্বাসী, সন্দেহবাদী ও নিন্দুকের সংখ্যা থাকিবেই। আদি মানবজাতির ভুলবশতঃ হিমালয়েই যে দেব দৈত্য জাতিভেদ সংঘটিত হইয়াছিল,—সেই ভুল সংশোধন জন্যই—বিশ্বমানবধর্ম্ম ও বিশ্বমানব জাতি সংগঠিত হইবে। বিশ্বপতির ইচ্ছায় বর্ত্তমান গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের আপামর সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হউক। এবং কংগ্রেস কর্ম্মী মহাত্মারা —বিশ্বমানবধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচারে মনোনিবেশ করুন্।

বিশ্বপতির যে মহা আহ্বানে নিয়ন্ত্রিত হইয়া—জগতে তাঁহারা যে অতুলনীয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক যশোভাতি বিমণ্ডিত হইয়াছেন, বিশ্বপতির সেই মহা আহ্বানে, সেই অতুলনীয় বিক্রমে—কংগ্রেসকর্ম্মী মহাত্মারা বিশ্বমানবধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচারে সাফল্য লাভ করিয়া যশোগৌরব বিমণ্ডিত হউন্।

কুসংস্কারের মোহপাশে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া বিশ্বমানব ভাই ভাই সম্পর্ক বিস্মৃত হইয়া—পশ্বাদির ন্যায় কলহ প্রিয়, আত্মদ্রোহী আত্মঘাতী হইতেছে! মোহ আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক বিশ্বমানবজাতি—বিশ্বমানবধর্ম্মে ও ব্রহ্মচর্য্যে উন্নীত কর। তোমার প্রিয় ভক্ত রাজা, বাগ্মী ও ধনীদিগকে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে নিয়োজিত করিয়া তোমার বাক্য পালন কর।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদা আন্যং স্বজন্ম্যহং।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় শ্চ দুষ্কৃতম্,
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" (গীতা)

যখনই যখনই—বা যৎকালে যদনুরূপ ধর্ম্মের গ্লানি জনক অধর্ম্ম অভ্যুত্থিত হয়,—তৎকালে তদনুরূপ ধর্ম্মাত্মা বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক স্বজন করি। সাধুদিগের পরিত্রাণ বা সদাচার প্রতিষ্ঠা জন্য—দুষ্টের দমন বা অনাচার দুর্নীতি বিনাশের নিমিত্ত—আমি প্রতি যুগেই ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে নিয়োজিত আছি বা আবির্ভূত হই।

বর্ত্তমান জগতের রাজন্যবর্গই ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে নিযুক্ত আছেন বা আবির্ভূত হইয়াছেন। রাজার রাজ্য এরূপ বিবিধ মতের জাতিধর্ম্মের বা যণ্ডা গুণ্ডাদলের দলাদলিতে উৎসন্ন হইবে কেন? বেদের সেই অনাদি কালের গায়ত্রী উপাসনার রূপক বা রূপান্তর লইয়াইত যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এবং বর্ত্তমানে সুবিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ সুচিকিৎসকের অভাব নাই, তবে উপাসনা, খাদ্যাখাদ্য ও বিবাহ বিচার ভেদাভেদের মীমাংসা না হইয়া কতগুলি দল থাকিয়া মানব সমাজ উৎসন্ন হইবে কেন?

রাজা, বাগ্মী ও ধনীমহোদয়গণ মোহ নিদ্রা অপনয়নক্রমে জাগ্রত ও উত্থিত হউন। উত্থিত কৃপাণ করে অনাচারের ও কুসংস্কারের মোহজাল ছিন্ন করিয়া—সদাচারদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্ব মানবধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচারে মানবসমাজ মানবধর্ম্মে—মনুষ্যত্বে উন্নীত করুন।

B. P. M's Press, 23, Jhamapooker Lane, Cal.

বিশ্ব মানব-ধর্ম্ম।

সদাচার বিধি।

বিশ্বমানবের অনাচার ও কুসংস্কারের দণ্ডবিধি, সুসংস্কৃত উত্তরাধিকার, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ধর্ম্ম, দীক্ষা ও বিশ্বশান্তি বিধি বিষয়ক—পাণ্ডুলিপি।

প্রস্তাবনা।

সঙ্গীত।

"সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম ঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান।
যেথা স্বর সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা বাণী শুভ্র কমলা আসীনা,
রোধি তটিনী জল প্রবাহ তুলিত মধুর তান।
যেথা আলোড়ি চন্দ্রালোক শারদ করি হরিগুণ গান নারদ,
মন্ত্র মুগ্ধ করিত ভুবন, টলাইত ভগবান।
যেথা যোগীশ্বর পুণ্য পরশে মূর্ত্তরাগ উদিল হরষে,
পুণ্য সলিলা পতিতপাবনী জাহ্নবী জনম পান।"

জাগ্রত স্মৃতি শক্তিতে বা—আতাফলের পতন দৃষ্টে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার, ভাতের হাঁড়ি জ্বাল দিতে জেম্‌সের এঞ্জিন আবিষ্কার, বেঙ ও ইস্পাতের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ষ্টিফেন্‌সের টেলিগ্রাফ আবিষ্কার, বাল্মীকির "মরা মরা" বলিতে রামনাম বলা বা "মানিষাদ" বলিতে রামায়ণ রচনা ইত্যাদির ন্যায়—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পরিব্যক্ত—"পৃথিবী হইতে চন্দ্রের সৃষ্টি" বাক্যের সহিত প্রাচীন "সমুদ্র মন্থন" বিবরণের গবেষণায়—১ম সংখ্যার "বিশ্বব্যাপি জাগরণ" ও "নিবেদন" প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, আদি মানবের বা দেব দৈত্য বিভাগাদির সময় হিমালয়ের উচ্চ শিখর প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। সমুদ্র মন্থনের পর পৃথিবীর বর্ত্তমান মহাদেশ, দেশ, প্রদেশাদি সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হওয়ায়, দেব দৈত্যাদি বা আর্য্যানার্য্যেরা হিমালয় প্রদেশ হইতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহারা হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধর দেব দৈত্য বা আর্য্যানার্য্যেরা প্রকৃতিবশে ও শিক্ষা

দীক্ষা হারাইয়া কতকগুলি লোক বর্ত্তমান বন্যাবস্থায় পরিণত হইয়াছেন এবং কতকগুলি লোক শিক্ষা দীক্ষার অনুশরণে বর্ত্তমান সভ্যতায় উপনীত হইয়াছেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই এইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে।

ভারতীয় দেবদৈত্য বা আর্য্যানার্য্য মধ্যে রাজর্ষিমনু (মনুসংহিতায়) প্রচার করেন, "ব্রাহ্মণো, ক্ষত্রিয়ো, বৈশ্যো, শূদ্রঃ নাস্তিতু পঞ্চমঃ"। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ভারতীয় দেব দৈত্য বা আর্য্যানার্য্য মধ্যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য নামে তিনটী সম্প্রদায় গঠিত হয় ও একদল লোক এই বিভাগ "কাঃ অন্তেঃ" বলিয়া প্রতিবাদ করায়, তাহাদের দ্বারা কায়স্থ বা আর্য্য * সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল।

এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, আর্য্য বা কায়স্থ † চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন নিঃস্ব অশিক্ষিত সম্প্রদায় শূদ্র নামে অভিহিত হইতেছিল। এই সকল জাতি বিভাগের বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধ সম্প্রদায়, যিশু খৃষ্টের খৃষ্টিয়ান, মহম্মদ রসুলের মহম্মদিয়ান বা মুসলমান, মহাবীরের জৈন

সেন, সিংহ, দেব, রাহা, কর, দাস, পালিতশ্চ,
চন্দ্র, পাল, ভদ্রোধর, নন্দী, কুণ্ড সোমকশ্চ,
রক্ষিতাঙ্কুরু বিষ্ণোরাঢ্য, নন্দনশ্চ তথাপর,
নাথ, নাগ, দত্ত, দাসস্ত, ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রঃ,
সেনাদি নন্দনশ্চৈব মহাপাত্র প্রশংসিত,
নাথাদি দাস পর্য্যন্তং মধ্যাল্ল পরিকীর্ত্তিত,
ঘোষাদি মিত্র পর্য্যন্তং কনৌজ ইতি সংজ্ঞাস্যা,
মহাপাত্র, মধ্যাল্লশ্চ, কনৌজাশ্চ তথা পরা,
এতেষাং সপ্তবিংশতি শ্রীবল্লালেন প্রশংসিত,
নবধা গুণ সংপ্রাপ্ত সর্ব্বে আর্য্য বিসংজ্ঞকঃ। (কুল দীপিকা)

† এই আর্য্য বা কায়স্থ সম্প্রদায় মহারাজ বল্লালসেন বা সেনবংশের রাজত্ব পর্য্যন্ত আর্য্যজাতি নামেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি মধ্যেও আর্য্যজাতি বিদ্যমান থাকায় পরবর্ত্তীকালে ইহারা আর্য্য আখ্যা পরিত্যাগ করিয়া কায়স্থ জাতি নামে পরিচিত হইয়াছেন ও প্রাচীন আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশৌচাদি নিয়ম-পালন করিতেছেন।

সম্প্রদায়, নানকের নামকপন্থী, কবীরের কবীর পন্থী, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায় (ইহারা সনাতনী অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণ সম্প্রদায়ের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে), রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজ, স্বামী দয়ানন্দের আর্য্য সমাজ প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।* ইহারা ব্রাহ্মণ

* পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্ণ বা সনাতনী হিন্দুসমাজ ও এই সকল যাবতীয় সম্প্রদায়ই আবার অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া—অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়, অনন্ত জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা মানব জাতির ধ্বংসাবস্থা জ্ঞানে এরূপ বিবিধরূপ বিবিধ মতবাদ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য হওয়া আবশ্যক।

"যে নদী মরণ পথে প্রবাহিত হয়,
অসংখ্য শৈবালদাম বাঁধে আসি তায়!"

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ, বৈদ্য ও নবশাখ সম্প্রদায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ থাকিয়া ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকৃতরূপে সনাতন বা বিশ্বমানব ধর্ম্মের আদর্শ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে কতিপয় বিবাহ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত ও স্থান বিশেষে—কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ মধ্যে কতিপয় বিবাহ নিয়ম প্রচলিত আছে। ইহা যাহারা দোষনীয় মনে করেন, তাহারা অচিরেই সদাচার দীক্ষায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া, এই সকল সমাজের মিশ্রণের উপায় অবলম্বনের দ্বারা বিশ্বমানবতা লাভের অধিকারী হইবেন। তদ্‌ভিন্ন, সাহা, সুবর্ণ বণিক, মাহিষ্য (কৈবর্ত্তদাস) প্রভৃতি সমাজও "জীবে প্রেমদাতা গৌর নিতাই"র কৃপায়, কায়স্থাদি আদর্শ সমাজে মিশিবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাহারা স্বচেষ্টায় কায়স্থাদি সমাজে মিশিয়া বিশ্বমানবতা প্রসারের উপায় করুন্। এই সকল সমাজ ও অন্যান্য যাবতীয় সমাজ—কায়স্থাদি আদর্শ সমাজের আচার, ব্যবহার, নিয়ম পদ্ধতির অনুকরণ—অনুশরণ করিয়া, বিশ্বমানব সদাচার দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্বমানবতায় অগ্রসর হউন্। বেদমাতা গায়ত্রী কোনব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায়ের একাধিপত্য বিশিষ্ট (একচেটিয়া সম্পত্তি) নয়। উহা মানব মাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি। অতএব নরনারী মাত্রেই পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রে সদাচার দীক্ষায় দীক্ষিত হউন।

"মোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ জগত আর জাগে না জাগে না"

প্রধান্য অসহনীয় জ্ঞানে প্রাচীন পূজাপদ্ধতির পরিবর্ত্তে—উপাসনা মন্দির স্থাপন পূর্ব্বক—উপাসনা, আহার্য্য ও বিবাহ নিয়মে অনাচার সংগঠিত করিয়াছেন। এই সকল সমাজের ও সনাতন হিন্দু সমাজের হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্বভাব, অনাচার ও কুসংস্কার রহিতপূর্ব্বক বিশ্ব মানব সমাজ পূর্ণ গৌরবে বিশ্বমানবতায় উন্নতি লাভের নিমিত্ত সদাচার বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

অতীতকালের পুণ্যশ্লোক মহর্ষিবৃন্দের সুচিন্তিত গভীর জ্ঞান ও বর্ত্তমান বিদ্বজ্জন মনীষিমণ্ডলী সমক্ষে বিশ্বমানবের ধর্ম্ম, সমাজ, শান্তি, স্বাস্থ্যাদির সুনিয়ন্ত্রণে উত্থিত হওয়া মৃত্যুসম বিভীষিকাময় হইলেও, তাঁহাদেরই জ্ঞান বিজ্ঞানমতে তাঁহাদেরই পদধূলী গ্রহণপূর্ব্বক—বাগীশ্বরী জগন্মাতার মাভৈঃ বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতেছি যে,—

রচিব এ বিশ্ববিধি বিশ্ববাসী সবে,
মহোল্লাসে মহোদ্যমে মাতিয়ে মাতাবে।

সঙ্গীত।

মানব সমাজ মানবের (হায়রে !)
কত সাধনা প্রার্থনা প্রভু শুনিবে আর জগতের ?

১। কোটী কোটী কলকণ্ঠ পলকেতে অনিবার,
ক'রনা বধির আর, ক'রনা বধির আর,
সাজাইওনা অবতার, ঈশ্বরপুত্র, পয়গম্বর,
বিশ্বদীক্ষায় মানব জাতি শিক্ষা কর সদাচার।

২। যে সমাজে যেটুক ভাল তাই সব মিলন ক'রে,
বিশ্বধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্যে গড় সবে সদাচারে,
অবতার বা গুরুগিরী, হিংসা দ্বেষ দলাদলি,
যুদ্ধ, ফাঁসি, মাদকাদি, ত্যজ সব পশ্বাচার।

৩। তালাক, নিকা, ডাইভোর্স়াদি কর সবে পরিহার,
পরদার, বেশ্যাবৃত্তি, বেশ্যাভিলাষ ত্যাজ্য কর,
গো, মহিষ হত্যা বলি, ক'রনা ক'রনা আর,
বিলাসিতা, অলসতা ত্যজ সব পাপাচার।

৪। পঞ্চ মহাদেশ মিলে, কর সবে আয়োজন,
অনাচার, অত্যাচার হবে সব নিবারণ,
কর চীফ প্রেসিডেণ্ট, মিলে সব গভর্ণমেণ্ট,
বিশ্বশান্তি বিধি মতে—ভাইরামকৃষ্ণ প্রণেতার।

হেতুবাদ।

১ ধারা। যেহেতু—প্রাকৃতিক নিয়মের দুরধিগম্য দুরন্ত হেতু ও বিবিধ ধর্ম্মাচার্য্য দিগের দ্বারা বিবিধ ধর্ম্ম ও বিভিন্ন সমাজ প্রবর্ত্তিত হইয়া মানব সমাজে হিংসা, দ্বেষ, কুসংস্কার ও যুদ্ধাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মচর্য্যের অবনতি প্রযুক্ত দুর্ব্ব্যাধি, অল্পায়ু ও অকাল মৃত্যু বশতঃ বিশ্বমানব সমাজ ধ্বংশোম্মুখ অবস্থায় নিপতিত হওয়ায়—সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্য প্রচার দ্বারা বিশ্বমানবের মিলন ও উন্নতি জন্য—সদাচার বিরোধী কুসংস্কার ও অনাচারের দণ্ডবিধি, সুসংস্কৃত উত্তরাধিকার, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ধর্ম্ম ও দীক্ষা বিধি এবং বিশ্বশান্তিবিধি প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। ইহা (প্রসিদ্ধতম মনু সংহিতা, বেদ বেদান্ত, গীতা, ত্রিপিটক, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেলের সুসংস্কার বা) বিশ্বমানব সদাচারবিধি নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

যেরূপে বিশ্বব্যাপক হইবে।

২ ধারা। এই বিশ্বমানব সদাচারবিধি—প্রত্যেক দেশের ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদিত মতে সেই সেই দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিবে। এবং প্রত্যেক দেশবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও ইহা মান্য আচরণ ও অনুশরণ করিবেন। এতদ্রূপে অনাচার রহিত হইলেই—সর্ব্বত্র সদাচার, সত্যধর্ম্ম ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানব সমাজের ক্রমোন্নতি বর্দ্ধিত হইবে।

১। কুসংস্কার ও অনাচারের দণ্ডবিধি।

৩ ধারা। ব্রহ্মচর্য্যের ক্রমাবনতিতেই জগতের ক্রমাবনতি সংঘটিত হইয়াছে, তদুন্নতম অবস্থায়ই সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত বা জগতের ক্রমোন্নতি বর্দ্ধিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের উন্নতি জন্য সাত্বিক আহার প্রয়োজন,—ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্টকর মৎস্য মাংসাদি বর্জ্জন ক্রমে সুস্বাস্থ্যকর দুগ্ধ ঘৃতাদি ও ফল মূল শস্যাদি প্রচুর রূপে উৎপাদন আবশ্যক। তদর্থে ও যানবাহনাদি নিমিত্ত এবং অস্বাস্থ্যকর মাংসাদি বর্জ্জন জন্য—মানবজাতির অত্যাবশ্যকীয়

ও মহোপকারী জান্তবাদি অবধ্য হওয়া উচিত। অতএব যে কেহ গো, মহিষ, হাতী, ঘোড়া, গাধা, উষ্ট্র ও তৎ বৎসাদির মাংস ভক্ষণ করিবে কি এই সকল জান্তবাদি বলি কি কোর্ব্বানী করিবে বা খাদ্যার্থে কি বিনাশার্থে ক্রয় বিক্রয় বা পালন করিবে কিম্বা বধ করিবে, তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক পাঁচ শত টাকা জরিমানা বা অনধিক পাঁচ বৎসর কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৪ ধারা। দুর্গন্ধ ও কামক্রোধাদির উত্তেজক, পীড়াদায়ক ও ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্টকর—পেয়াজ ও পচা দ্রব্যাদি (চাউল ও ময়দা জাত দুর্গন্ধজনক বা পীড়াদায়ক বাসী দ্রব্য, মৎস্য, সুটকি মৎস্য প্রভৃতি) যে কেহ উৎপাদন, ক্রয় বিক্রয় কি ভক্ষণ করিবে তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক একশত টাকা জরিমানা বা অনধিক এক বৎসর কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৫ ধারা। কেহ কোন নদী, খাল, পুষ্করিনী বা কূপাদি হইতে কেহকে সুপেয় পানীয় জল গ্রহণের বাধা দিলে কিম্বা কেহ ঐরূপ পানীয় জল অপেয় করিলে তাহার অনধিক একশত টাকা জরিমানা বা অনধিক একবৎসর কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৬ ধারা। লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষার জন্য পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি পরিধান করা উচিত। বিলাসিতা অর্থাৎ কারুকার্য্যাদি খচিত বা চিত্র বিচিত্র বস্ত্রাদি ও স্বর্ণাদির অলঙ্কার ধারণ—অহঙ্কার, অভিসার কাম প্রবৃত্তি উত্তেজক জনক, উহা ব্যভিচারের হেতু স্বরূপ, আত্মকলহ বা গৃহ বিবাদের, চোর ডাকাত, লম্পটাদির দৌরাত্মের কারণ স্বরূপ ও কণ্যা বিবাহ দিতে কণ্যাদাতার অত্যধিক কষ্টকর হইয়াছে। সুতরাং উহা গ্রহণ বা ধারণ করা বিপজ্জনক মহাপাপ, নিতান্তই গর্হিত কুকার্য্য। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" তদ্ ভিন্ন শুক্রক্ষয় স্বাস্থ্য ও আয়ুর হানীকর। অতএব যে কেহ স্বর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ কি কারুকার্য্য খচিত বা চিত্র বিচিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করিবে, কি যে কেহ উহা প্রস্তুত কি ক্রয় বিক্রয় করিবে বা তাহার সহায়তা করিবে, তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক দুই শত টাকা জরিমানা বা অনধিক দুই বৎসর কয়েদ কিম্ব উভয় দণ্ড হইবে। হস্তী-দন্ত, মহিষাদির শৃঙ্গ নির্ম্মিত, রৌপ্য, তাম্র, পিতল, লৌহ, দন্তা নির্ম্মিত শাখা, চুড়ি, বালা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের এয়োস্তের চিহ্ন হইবে।

৭ ধারা। অশ্লীল ও হাবভাবাদি পূর্ণ বাঈ খেমটা নাচ গানে কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। অতএব যে কোন পুরুষ কি স্ত্রীলোক তদ্রূপ নাচ গান করিবে কি তদ্রূপ নাচ গান হওয়ার সহায়তা করিবে কি যে কেহ উহা দর্শন করিবে তাহাদের প্রত্যেকেরও যেকেহ অশ্লীল রতি-রসোদ্দীপক নাচ গানের পুস্তক কি চিত্রাদি প্রকাশ করিবে কি ক্রয় বা বিক্রয় করিবে এবং যে কেহ অর্চ্চিত প্রতিমাদি বিসর্জ্জন কারক মিছিল বাহির করিবে বা তদ্রূপ মিছিলে যোগ দিবে, তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক একশত টাকা জরিমানা বা অনধিক একবৎসর কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে। অর্চ্চিত প্রতিমাদি বিসর্জ্জন করা অনাবশ্যক। পূর্ব্ব-কালে দুবৃত্তদিগের দৌরাত্ম্যভয়ে প্রতিমাদি বিসর্জ্জনের রীতি প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানে দুর্ব্বৃত্ত দমনের জন্য, সৎপ্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, অর্চ্চিত প্রতিমাদি রক্ষা করা কর্ত্তব্য হইবে।

৮ ধারা। যেকেহ অবিবাহিতা কি অন্যের বিবাহিতা, কি ত্যজ্যা বা বিধবা স্ত্রীতে উপগত হইলে, কিম্বা তদ্রূপে কোন স্ত্রীলোক ইচ্ছাপূর্ব্বক পরপুরুষ গামিনী হইলে, অর্থাৎ পরস্ত্রীগামী ও পরপুরুষ গামিনী এবং তাহার সহায়তাকারী প্রত্যেকের অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা বা অনধিক পাঁচবৎসর কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

মন্তব্য—(১) কেহ অবিবাহিতা কন্যায় সন্তান উৎপাদন করিলে, ঐ অবিবাহিতা কণ্যা সেই ব্যক্তির বৈধবিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় গন্যা হইয়া স্বামী স্ত্রী অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

(২) কেহ অন্যের বিবাহিতা কি ত্যজ্যা বা বিধবা স্ত্রীতে সন্তানোৎ-পাদন করিলে, সেই সন্তান সেই স্ত্রী লোকের স্বামীর সন্তান বলিয়া পরিচিত হইবে, কিন্তু সেই সন্তান উৎপাদনকারী—ঐ সন্তানের জন্মাবধি পঁচিশ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত ভরণ পোষণ ও শিক্ষাবাবত মাসিক পঁচিশ টাকা বা যথোপযুক্ত সাহায্য ঐ সন্তানের মাতার নিকট বা উপযুক্ত অভিভাবকের হস্তে দিতে বাধ্য থাকিবে।

৯ ধারা। দুর্ভিক্ষাদি ও অকাল মৃত্যু নিবারণ জন্য—জনন সংখ্যা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত না হওয়া এবং সদাচার ও সৎপ্রবৃত্তির উৎকর্ষতা জন্য—স্ত্রীপুরুষের বিবাহ বন্ধন অপরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ অচ্ছেদ্য হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য জগতের শিক্ষা প্রবর্ত্তক মাতৃজাতি—সতী সাধ্বী সদাচারী না হইয়া

—স্বেচ্ছাচারিণী কুলটা হইয়া অনাচার অবলম্বন বা ধ্বংশের পথ প্রদর্শক হইলেও—অচ্ছেদ্য বিবাহ নীতি ভিন্ন অন্য কোনরূপ সুব্যবস্থা হওয়ার উপায় নাই। অতএব অচ্ছেদ্য বিবাহ নীতি না মানিয়া যে কোন রূপ বিধবা বিবাহ, তালাক, নিকা কি পরদার বা বেশ্যাবৃত্তি হইবে তাহার নায়ক, নায়িকা ও সহায়তাকারী প্রত্যেকে পরস্ত্রীগামী ও পরপুরুষগামিনীর ন্যায় তুল্য অপরাধে (৮ ধারামতে) দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে—অক্ষতযোনী বিধবার পুনঃ বিবাহ স্বয়ম্বরা মতে হইলে, মৃতদার পুরুষের সহিত হইতে পারিবে। নচেৎ কোন কারণেই অচ্ছেদ্য বিবাহ প্রথা মতে বিবাহকারী স্ত্রীলোক বা পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে পারিবে না।

মন্তব্য—হিন্দুসমাজ প্রচলিত উক্তরূপ অচ্ছেদ্য বিবাহ নীতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তথাপি বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, অচ্ছেদ্য বিবাহ প্রথামতেও কোন কোন পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইতেছে,—তজ্জন্য মানবের রুচি অনুসারে খৃষ্টিয় সমাজ প্রচলিত বিবাহ রেজিষ্টরী ও কারণ বিশেষে স্বামী স্ত্রী উভয়ই ডাইভোর্স করিতে পারিবে। কিন্তু—

(ক) অচ্ছেদ্য বিবাহ প্রথামতে বিবাহ করিলে ডাইভোর্স হইতে পারিবে না।

(খ) শুধু ডাইভোর্স প্রথামতে বিবাহকারীরাই ৮।৯ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইবে না।

(গ) ডাইভোর্সকারী বা মৃতদার বিবাহকারীকে ডাইভোর্সকৃত বা অনাপত্যা বিধবাকেই বিবাহ করিতে হইবে, নচেৎ ৮ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইবে।

(ঘ) অনাপত্যা বিধবার বিধবা হওয়ার এবং ডাইভোর্সকারীদের ডাইভোর্স করার তারিখ হইতে একবৎসর মধ্যে বা গর্ভা-বস্থায় বিবাহ হইলে ৯ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইবে।

(ঙ) ডাইভোর্স মতে বিবাহ হইলেও অচ্ছেদ্য বিবাহ নীতি প্রতিপালিত হইতে পারিবে। উহা বিবাহের পর যে কোন সময় স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছা মতে চুক্তি পত্র দ্বারাও দৃঢ়ীকৃত বা অচ্ছেদ্য হইতে পারিবে।

(চ) ভূমিষ্ঠ সন্তান পিতারই সত্ব ও পিতামাতারই প্রতিপাল্য। তদভাবে পিতৃকুলের বা মাতৃকুলের প্রতিপাল্য হইবে।

(ছ) স্ত্রী বিনাকারণে স্বামীকে ডাইভোর্স করিলে, স্বামীর নিকট কিছুই পাইবে না। এবং স্বামীর বা স্বামী পরিবার হইতে প্রদত্ত সম্পত্তি হইতেও বঞ্চিতা হইবে।

(জ) স্বামী বিনা কারণে বা কোন কারণবশতঃও স্ত্রীকে ডাইভোর্স করিলেও যদি সে পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া সতীত্বধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক স্বামীকুলে বা পিতৃকুলে কিম্বা কোন অনাথাশ্রমের আশ্রয়ে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনক্রমে পবিত্রভাবে বাস করে, তবে সে স্বামী পরিবারের অবস্থানুসারে উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন বা বৃত্তি পাইতে পারিবে।

(ঝ) স্বামীর ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া স্ত্রী ডাইভোর্স করিলে বা স্ত্রীর ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া স্বামী ডাইভোর্স করিলে, ডাইভোর্স আদালত কর্ত্তৃক মঞ্জুর হওয়া কালীন স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে একশত টাকা মাত্র পাইবে।

১০ ধারা। কেহ বলাৎকার করিলে বা যে কোন অবৈধরূপে স্ত্রীলোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সতীত্ব নষ্ট বা অভিগমন করিলে ও কেহ তদ্রূপ কার্য্যের সহায়তা করিলে, তাহাদের প্রত্যেকের যাবজ্জীবন কয়েদ হইবে। এবং যাহার প্রতি তদ্রূপ বলাৎকার হইবে সেই স্ত্রীলোক বলাৎকার-কারীর যাবতীয় সম্পত্তির বা তাহার মূল্যের অর্দ্ধেক পাইবে। সেই স্ত্রীলোকের স্বামী থাকিলে তাহার সহিত কিম্বা কোন মৃতদার বা ডাই-ভোর্সকারী পুরুষের সহিত বিবাহ হইতে পারিবে। অথবা তাহার স্বামী-কুলে বা পিতৃকুলে কিম্বা কোন অনাথ আশ্রমের আশ্রয়ে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন।

১১ ধারা। কেহ বালাৎকার বা সতীত্ব নষ্ট কিম্বা বেশ্যাবৃত্তি উদ্দেশ্যে কোন অবিবাহিতা কি বিবাহিতা কি ত্যজ্যা বা বিধবা কোন স্ত্রীলোক চুরী কি অপহরণ, সংগ্রহ বা পালন করিলে বা কেহ তদ্রূপ কার্য্যের সহায়তা করিলে, তাহাদের প্রত্যেকের যাবজ্জীবন কয়েদ হইবে।

১২ ধারা। কোন পুরুষ কি স্ত্রীলোক কেহ অবৈধ রতিবিষয়ক বা অস্বাভাবিক অভিগমনে প্রবৃত্ত হইলে বা তদ্রূপে রেতপাত করিলে কিম্বা অস্বভাবিক রেতপাতের কোন যন্ত্রাদি কেহ নির্ম্মাণ করিলে কি কেহ ক্রয় কি বিক্রয় করিলে, তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক দুই বৎসর কয়েদ কিম্বা সদাচারণের জামিন তলপ হইবে।

১৩ ধারা। প্রচলিত দণ্ডবিধি আইনের ফাঁসি ও কশাঘাত বিধি রহিত হইবে। ফাঁসির পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কয়েদ ও কশাঘাতের পরিবর্ত্তে—সদুপদেশ, সদাচারণের জামিন বা সম্ভবমত জরিমানা কিম্বা কয়েদ দণ্ড হইবে। মহাপাপী বা মহা ধার্ম্মিক, রাজা কি প্রজা, ধনী কি দরিদ্র, পণ্ডিত কি মুর্খ সকলকেই এ জগতে বাস করিতে হইবে। কিন্তু অপরাধ করিলেই দণ্ডিত হইতে হইবে, নিরপরাধীর কেশ স্পর্শও হইবে না। সুতরাং কাহারো প্রাণ নাশ করা কি কাহারো শরীরে আঘাত করা, কেহকে অপ্রিয় বা অহিত জনক বাক্য বলা কিম্বা গালি দেওয়া অনুচিত। অপরাধীকেও সদুপদেশ দানে ও আইন সঙ্গত লঘুদণ্ডে বা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সতর্ক করা এবং প্রিয় বাক্যে সন্তুষ্ট রাখা উচিত। সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় সকলের সহিত সাম, দান, দণ্ড বা সাম্য, প্রীতি, মৈত্রীভাব আবশ্যক। ভেদ নীতিতে বা কুটিল রাজনীতিতে রাজা বা রাজ্যের পতন নিশ্চিত। বৈষম্যভাবে, কঠোর শাসনে ও শাসনাভাবে প্রকৃতিপুঞ্জের উত্তেজনা, অরাজকতা বা রাষ্ট্রবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

১৪ ধারা। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সমাজের বহুতর তীর্থস্থান, মঠ, মন্দির, গিরজা, দরগা, মজিদ, উপাসনালয়, ভজনালয়, আখড়া প্রভৃতি বিদ্যমান আছে, উহা যে পরগণায় বা থানার এলাকায় অবস্থিত, সেই থানা কেন্দ্রের কোন মন্দিরাদি বা দাতব্য ঔষধালয়ের আশ্রয়ে—সেই থানার এলাকার অধিবাসীদিগের জন্য বিশ্ব মানব ধর্ম্ম প্রচারকের কেন্দ্রস্থান হইবে। সেই থানার এলাকার বাহিরের কোন পুরুষ কি স্ত্রীলোক কেহ—তীর্থযাত্রা, হজ প্রভৃতি মানসে হোম, যজ্ঞ, নমাজ, ছুন্নত, মুণ্ডনাদি উদ্দেশ্যে তাহাদের থানার এলাকার বাহিরে গমন করিলে, কিম্বা কেহ কাহারো প্রতিনিধি রূপে এলাকার বাহিরে কি ভিতরে ঐরূপ কোন কর্ম্ম করাইলে, অথবা কোন পাণ্ডা কি প্রচারক বা অন্যতর কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন কর্ম্মে কেহকে প্রলুব্ধ করিলে বা প্রবৃত্তি দিলে, তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক একশত টাকা জরিমানা বা অনধিক এক বৎসর কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

১৫ ধারা। রাজা, জমিদার, ধনী, পণ্ডিত, রাজকর্ম্মচারী, সন্ন্যাসী মোহন্ত, ভিক্ষু, পরিব্রাজক, ব্রহ্মচারী, গুরু, পুরোহিত, মোল্লা, মৌলবী, মৌলনা, পাদ্রী, পোপ, দেশনায়ক, প্রচারক প্রভৃতি মানববন্ধুগণ—

বিশ্বমানব সদাচার দীক্ষা গ্রহণ না করিলে, বা প্রচার না করিলে, কি প্রচারের সহায়তা না করিলে এবং এই বিশ্বমানব সদাচার বিধির বিপরীত কি বৈষম্য ভাবের কোন ধর্ম্মমত বা প্রচলিত সাম্প্রদায়িকমতের হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রভৃতি বিবাদ ও অশান্তিজনক ধর্ম্মমত বা তদ্দীক্ষা প্রচার করিলে কি তদ্রূপ প্রচারের সহায়তা করিলে, অথবা যে কেহ এই বিশ্বমানব সদাচার দীক্ষা গ্রহণ না করিলে, কি বিশ্বমানব সদাচার ধর্ম্মমত ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মমত আচরণ করিলে, তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক এক হাজার টাকা জরিমানা বা অনধিক দশবৎসর কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

মন্তব্য—মানবের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় বা আকাঙ্খিত তৎসমস্তই জগৎ পিতা পরমেশ্বর আদি পিতামাতাকে (পুরুষ প্রকৃতি বা আদম ঈবাকে) দিয়াছিলেন, তৎসূত্রে পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা দীক্ষার প্রবাহে ও বিলোপাদি কারণে কাহারো আকাঙ্ক্ষা উজ্জ্বল কাহারো বা ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে, ভস্মস্তুপ অপসারিত করিতে পারিলেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে। সুতরাং যশোলিপ্সায় বা লোক ভুলানো কি দল গঠনের উদ্দেশ্যে হোম, নমাজ, উপাসনাদি কারীরা দণ্ডযোগ্য। কিন্তু আবহমানকাল প্রচলিত প্রসিদ্ধতম গায়ত্রী পাঠ বা ভগবানের স্তোত্রপাঠ নর নারী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্রে প্রত্যেক মানবের সম অধিকার আছে ও থাকিবে এবং তজ্জন্য গুরুগিরি অনাবশ্যক। নর নারী মাত্রেই তাহার পিতা, মাতা বা অভিভাবক কি প্রতিপালক কিম্বা কুলপুরোহিত অথবা সদাচারদীক্ষা প্রচারক নিকট গায়ত্রী মন্ত্র অর্থাৎ সদাচার দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

১৬ ধারা। মানবমাত্রেরই জাতি পরিচয় মানবজাতি ও ধর্ম্ম পরিচয় মানবধর্ম্ম কিন্তু দেশ বা ভাষাভেদে হিন্দুস্থানবাসীরা হিন্দু, বঙ্গদেশবাসীরা বাঙ্গালী, আফগানিস্থান বাসীরা আফগান, ইংলণ্ডবাসীরা ইংরেজ, ফ্রান্স-বাসীরা ফরাসী এতদ্রূপ জাতি পরিচয় ভিন্ন কেহ দলগঠনের প্রথামত অর্থাৎ কেহ প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ানাদি ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি ; ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈবাদি ; সিয়া, স্নুন্নি, সেথ, মোগলাদি ; নেটিব, প্রোটেষ্ট্যান্ট, ক্যাথলিকাদি ; ইত্যাদিরূপ ধর্ম্ম কি জাতি পরিচয় কেহ লিখিলে, কি লিখিতে বা বলিতে কেহ জেদ করিলে,

কিম্বা লেখা বা বলার জন্য কেহ কোন নিয়ম প্রণালী করিলে, তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক দুইশত টাকা জরিমানা বা অনধিক দুইবৎসর কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে। মানবের পরিচয় লিখিতে ও বলিতে নাম, পিতার নাম, সাকিন ষ্টেশন, জেলা, পোষ্ট আফিস ও দেশের নাম লেখা ও বলা আবশ্যক। যেমন বড় গাইর বাছুর হইলেই বেশী দুধ হয় না, তেমনি মনু, বুদ্ধ, মহম্মদ, নানক, গৌরাঙ্গের শিষ্য হইলেই —জিতেন্দ্রিয়, সাধু, মহাত্মা হইতে দেখা যায় না। সুতরাং তদ্রূপ পরিচয় রূপ দলাদলি নিন্দনীয় ও দণ্ড যোগ্য।

১৭ ধারা। ন্যায় ধর্ম্মমতে ও প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রানুসারে বর্ত্তমানেও—জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ব্যক্তি মাত্রেই যোগ্যতানুসারে যাবতীয় কর্ম্ম ও শিক্ষা লাভের অধিকারী। অতএব ভারতীয় বা বৃটেনীয় কোন ব্যবস্থাপক সভায় (কাউন্সিল পার্লিয়া-মেণ্ট, ডিষ্ট্রীক্‌ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিতে) কেহ অহিন্দু বা অমুসলমান কি ইণ্ডিয়ান বা ননইণ্ডিয়ান ভাবে কেহ কোন ভোট প্রার্থী হইলে কি কেহ কোন ভোট দিলে বা কেহ তদ্রূপ ভোটের ব্যবস্থা করিলে এবং উক্ত অহিন্দু বা অমুসলমান কি ইণ্ডিয়ান বা ননইণ্ডিয়ান ভাবে—কেহ কোন চাকরীর বা কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে, কি কোন চাকুরী প্রদান করিলে বা চাকরীর দাবী করিলে তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক একহাজার টাকা জরিমানা বা অনধিক তিন বৎসর কয়েদ কিংম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

১৮ ধারা। জগতের উন্নতির জন্য ব্যবসা বানিজ্যরূপ ফাঁদ পাতিয়া পরাস্বাপহরণ করা উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। অলসতা ও অকেজো খেলাদি (তাস, পাসা, টেনিস খেলাদি) নিবারণ, কারু কর্ম্মাদি চাক্‌চিক্যের প্রাব-ল্যতা ও বিলাস ব্যাভিচার রহিত পূর্ব্বক জগতের চিরস্থায়ী উন্নতি জন্য প্রত্যেক মানুষ ষোড়শবর্ষ বয়ক্রম হইতে পঞ্চাশৎবর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর অন্যূন দশটী ফলকর বৃক্ষের চারা বা কলম রোপণোৎ পাদন ক্রমে রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে তাহার অনধিক দশটাকা জরিমানা বা দশদিন কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

১৯ ধারা। প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্যান্য প্রত্যেক পাবলিক প্রতিষ্ঠানে একত্রকজন বিশ্বমানব সদাচার ধর্ম্ম প্রচারক

(শিক্ষক) থাকিবেন। তদভাবে ঐরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জনৈক মাষ্টার বা অফিসার প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন অন্যূন দুইঘণ্টাকাল বিশ্বমানব সদাচার ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক শিক্ষা বা বক্তৃতা প্রদান না করিলে নির্দ্দেশিত (ভার প্রাপ্ত) ব্যক্তির অনধিক দশটাকা জরিমানা বা অনধিক দশদিন কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

২০ ধারা। এই অনাচার দণ্ডবিধির উল্লিখিত অপরাধের ভাবানুসারে শুধু পুরুষ কি শুধু স্ত্রীলোক বা স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই অপরাধী বুঝাইবে। এবং অপরাধ ও অপরাধীর উদ্দেশ্য ভাব ও অবস্থানুসারে কয়েদ শব্দে সশ্রম বা বিনাশ্রমে এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর শব্দে অন্যূন পাঁচ বৎসর হইতে কুড়ি বৎসরতক সশ্রম বা বিনাশ্রমে কয়েদ বুঝাইবে।

২১ ধারা। এই অনাচার দণ্ডবিধির বিপরীত বা বিভিন্ন প্রকারের যে দেশে যে কোন রাজকীয় বিধি, শাস্ত্রবাক্য বা দেশাচার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা রদ বা এতদ্দ্বারা রহিত গণ্য হইবে। এবং এতদ্ অনুল্লিখিত যাবতীয় অপরাধের দণ্ডবিধি প্রচলিত দণ্ডবিধি (পিনালকোড) আইনানুসারে পরিচালিত হইবে। দেশবাসী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দণ্ডবিধি মান্য করিবেন ও দণ্ডযোগ্য কোন কুকার্য্য করিতে না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। অর্থাৎ কখনও দণ্ডযোগ্য কুকার্য্য কুব্যবহার বা কদাচার করিবেন না ও কু অভ্যাস কুসংস্কারের বশবর্ত্তী থাকিবেন না। এবং সকলেই বিশ্বমানব সদাচার দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

২। উত্তরাধিকার বিধি।

২২ ধারা। সন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইতেই ও বধূগণ বিবাহিতা হওয়া মাত্রেই গ্রাসাচ্ছাদন ও সুশিক্ষা পাইতে সেই পরিবারের সকলের সহিত তুল্যরূপে অধিকারী হইবে।

২৩ ধারা। ভারতীয় সমাজের প্রথানুসারে পারিবারিক স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরবাসিনী এবং পারিবারিক পুরুষেরা তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন যোগায় ও যোগাইতে বাধ্য। শাস্ত্র অনুসারেও তাহারা অবিবাহিতা কাল পর্য্যন্ত পিতার অধীনে ও বিবাহিতা হইলে স্বামী বা স্বামী কুলের অধীনে সন্তুষ্ট চিত্তে বাস করিবে, তদ্‌ভিন্ন কস্মিন্ কালেও তাহাদের স্বাধীনতা নাই। ও তাহাদের কি পারিবারিক কাহারো কোন সুখ শান্তি হইতে পারেনা,

বিশেষতঃ পুত্র পৌত্রাদি বর্ত্তমানে স্ত্রী কন্যা কি অন্য কেহই স্থাবর সম্পত্তির ওয়ারিশ হইতে পারে না। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন নিয়ম থাকিলেও, তাহা স্ত্রী স্বাধীনতা ও বিশেষ সকল সমাজেই ভাগ বাটারা দ্বারা ভয়াবহ অশান্তি-জনক বিধায় ইহাই ন্যায় সঙ্গত শান্তিজনক ও যুক্তিযুক্ত বিধি যে, কোন কারণেই পারিবারিক সম্পত্তি বিভাগ হইতে পারিবেনা এবং কোন স্ত্রী-লোকই পারিবারিক ভূসম্পত্তির মালিক হইতে পারিবেনা ও কখনও কোন কারণেই পারিবারিক স্ত্রীলোকেরা পারিবারিক সম্পত্তি হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে বঞ্চিতা হইবেন না।

২৪ ধারা। অন্তঃপুরস্থ গৃহাদি (দালান, কোঠা, ঘর প্রভৃতি) যাহাতে স্ত্রীলোকেরা শোয়া, বসা, আহারাদি করে, তাহাতে কেহ কোন কারণেই কেহকে বঞ্চিত করিতে পারিবেনা। কিন্তু তাহাতে যাহাকে যেরূপ অধিকার দেওয়া কি গৃহাদি মেরামত করিতে, অবস্থান্তর বা রূপান্তর করিতে পারিবারিক অধ্যক্ষেরই অধিকার থাকিবে। অন্তঃপুরের বাহিরের গৃহাদিতে (বৈঠকখানা কাছারী মণ্ডপ প্রভৃতিতে) স্ত্রীলোক দিগের প্রবেশাধিকার পারিবারিক অধ্যক্ষের ইচ্ছাধীন হইবে। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরের বাহিরে ভ্রমণ করিতে বা স্কুল, কলেজে কি সভা সমিতিতে যোগদিতে পারিবে না। তদ্‌বিষয়ে তাহাদের রক্ষিযুক্ত হইয়া স্বাচ্ছন্দ্য অধিকার থাকা বুঝিতে হইবে।

২৫ ধারা। এজমালী পরিবারের পৈতৃক, স্বোপার্জ্জিত ও ওয়ারিশি প্রাপ্ত যাবতীয় সম্পত্তিতে অধস্তন ও উর্দ্ধতন পুরুষগণ সকলেই সম অংশে স্বত্বাধিকারী হইবে। কিন্তু সেই পারিবারিক সম্পত্তি পারিবারিক ক্রমজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা পরিবার বর্গ মধ্যে ধার্ম্মিক, সমদর্শী ও কার্য্যক্ষম কোন একব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীন হইবে। তিনি (সেই পারিবারিক অধ্যক্ষ) পরিবার বর্গের ভরণ পোষণ সুশিক্ষা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যার্থে ও পারিবারিক হিতার্থে সম্পত্তির আদায় তহশিল আবাদ পত্তনাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ও অবস্থা বিশেষে বন্ধকাদিতে কি বিক্রয় করিতেও পারিবেন। তদভিন্ন বা তদনুমতি ব্যতীত অন্য কেহ তদ্‌রূপ কিছু করিতে পারিবেনা ও তদ্‌রূপ কাহারো ঋণের জন্যও ঐ পারিবারিক সম্পত্তি দায়ী হইবে না। অধ্যক্ষ চিরকালের তরে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে হইলে মালিক সকলের

যোগে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। নচেৎ আপত্তি কারকের প্রতি তাহা কার্য্যকরী হইবেনা।

২৬ ধারা। পরিবার বর্গ মধ্যে উপযুক্ত অধ্যক্ষের অভাব হইলে অধিকাংশের মতানুসারে কোন আত্মীয় ব্যক্তি অধ্যক্ষ মনোনীত হইবে। এতদ্রূপ নিয়ম ব্যতীত কোন কারণেই পারিবারিক সম্পত্তি বিভাগ হইতে পারিবে না। কেহ কোন কারণে পৃথকান্ন হইলে, সেই পৃথকান্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তাহাদের অংশমত উপস্বত্ব ও বসবাসের অধিকার পারিবারিক অধ্যক্ষের নির্দ্দেশ মতে বা সালিসি মতে প্রাপ্ত হইবে।

২৭ ধারা। পারিবারিক মালীক ভিন্ন যাহারা শুধু ভরণ পোষণ পাইতে অধিকারী (পারিবারিক স্ত্রীলোকেরা) তাহাদের কাহারো প্রতি পারিবারিক মালিকেরা অত্যাচার করিলে, তিনি কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পরিবারে থাকিয়া বা কোন অনাথাশ্রমের আশ্রয়ে থাকিয়া, পারিবারিক আয়ানুসারে উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন বা বৃত্তি পাইতে পারিবে।

২৮ ধারা। পরিবার বর্গের গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষা ব্যতীত সন্তানগণের বিবাহ সম্পন্ন হইতেও পারিবারিক সম্পত্তি দায়ী বটে। কন্যা সন্তানেরা বিবাহিতা হইলে পিতৃপারিবারিক সম্পত্তিতে তাহার কোন প্রাপ্য দাবী বা ওয়ারিশ হইতে পারিবে না। কিন্তু স্বামী পুত্রাদি বিহীনা হইয়া পিতৃপরি-বারে বাস করিলে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারী থাকিবে। পারিবারিক সেবা সুশ্রূষা আহার্য্য প্রস্তুত ও সন্তান পালন পারিবারিক স্ত্রীলোকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, এই কর্ত্তব্য কার্য্য সমূহ অন্য কাহারোদ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। এবং এই কর্ত্তব্য কার্য্য সমুহের গুরুভার এত অধিক যে, তাহারা আর অন্য কোন কার্য্য করিতে অবসর পাইতে পারে না। সেবা সুশ্রূষা ও সন্তান পালন জন্য ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

২৯ ধারা। যে কারণেই হউক সরিকি বাড়ীতে বাস করা কাহারো পক্ষে অশান্তিজনক হইলে, শান্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা জন্য কোন আত্মীয় সমীপে সুহৃদ বন্ধু সমাযুক্তভাবে বাস করিবে। তদ্ভিন্ন কখনও স্বজনগণ বা সরিকান সহ বিবাদ করিবেনা বা শত্রু বেষ্টিতরূপে বসবাস করিবে না। এতদ্রূপে কাহারো বসতবাস ত্যাগ করিয়া আত্মীয় বন্ধুজন সহ বাস করিতে হইলে যাহাতে তাহাদের সহিত কোনরূপ বিবাদ নাহয়, শান্তিতে বাস

করা যায়, সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু এজমালী পরিবারে থাকা কোন কোন বিষয় অশান্তি ও ক্লেশদায়ক হইলেও এজমালী পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তৃণাদপি তৃণ হওয়া বা ধ্বংশোন্মুখ অবস্থায় নিপতিত হওয়া অপেক্ষা এজমালী পরিবারে থাকাই শ্রেয়স্কর। পারিবারিক কর্ত্তাকে বিশেষরূপ ধৈর্য্যগুণ বিশিষ্ট, নিরপেক্ষ ও সমদর্শী হইতে হইবে। এবং এই এজমালী পরিবার প্রথা যেন পরিবার বর্গের কাহারো কিম্বা অন্য কাহারো কষ্টদায়ক হইয়া না উঠে তৎপ্রতি পারিবারিক কর্ত্তাকে বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে।

৩০ ধারা। এজমালী পরিবারের পুরুষ মালীকগণের অভাবে ভিন্ন পরিবারের সপিণ্ড, সকুল্যাদি ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ঐ এজমালী পরিবারের প্রতিপাল্যদিগের প্রতিপালন দায়যুক্ত ভাবে দায় ভাগ মতে (বঙ্গদেশের প্রচলিত দায়াধিকার আইনানুসারে) পিণ্ডাধিক্য ক্রমবর্ত্তী ক্রমে উত্তরাধিকারী হইবে।

৩১ ধারা। উত্তরাধিকার ও বিবাহ সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে প্রচলিত দায়ভাগ আইন সংশোধিত হইয়া, সংশোধিত দায়ভাগ আইন প্রচলিত থাকিবে। তদ্ব্যতীত বিবাহ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় যাবতীয় আইন অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সংহিতাদি, মহম্মদীয় ল, খৃষ্টীয় ম্যারেজ একট্ প্রভৃতি যাবতীয় সাম্প্রদায়িক আইন রহিত গণ্য হইবে বা এতদ্বারা রহিত করা হইল।

৩। কুল পুরোহিত নির্ব্বাচন বিধি।

৩২ ধারা। প্রত্যেক গ্রামে ধার্ম্মিক, সমদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞ (আইনজ্ঞ) ব্যক্তি কুল পুরোহিত মনোনীত হইবে। তদ্রূপ গুণী ব্যক্তি ভিন্ন পুরুষানুক্রমিক কেহ (পুরোহিতের পুত্র পুরোহিতাদিরূপে কেহ) কুল পুরোহিত হইতে পারিবেন না। এতদ্রূপ নির্ব্বাচিত কুলপুরোহিত বিশ্ব মানব ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা প্রদান করিবেন। এবং বিবাহে সম্প্রদান বাক্যলিপি পাঠ ও বাক্যলিপি বা যৌতুক দানপত্রের সাক্ষী হইবেন,, ও শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান বাক্য পাঠ ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ব প্রচলিত পুরোহিত মাত্র উপনয়ন ও দেবার্চ্চন ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবেন। শাস্ত্রমতে ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী শিষ্যেরা দীক্ষা গুরুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যবৎ

এবং গুরুদেব ঈশ্বরবৎ শিষ্যদিগের পূজিত। এই প্রথা অতিব ঘৃণিত ও গর্হিত! কারণ এই প্রথা দ্বারা কতিপয় ব্যক্তিকে ঈশ্বরস্থানে বসাইয়া পরমেশ্বরের অবমাননা করা হয়, দেশের রাজা অপেক্ষাও মাননীয় করিয়া গুরুদেব দিগকে অত্যন্ত দাম্ভিক করা হয় ও রাজশাসনের বিশৃঙ্খলা উৎপাদিত হয়। সুতরাং এই গুরুগিরী বিলুপ্ত হইবে, গুরুর উপদেশের কার্য্য কুলপুরোহিত ও সদাচার ধর্ম্ম প্রচারক এবং পূজা পদ্ধতি বা দৈব কার্য্যাদি প্রচলিত পুরোহিত নির্ব্বাহ করিবেন। গুরু কুলেরা তাহাদের যোগ্যতানুসারে শিক্ষকতা, বা সদাচার ধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্য কিম্বা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

বিশ্বমানব ভাই ভগিনীগণ—দীক্ষিত অদীক্ষিত প্রত্যেক নর নারীই, সদাচার দীক্ষা পাঠ ও শ্রবণ পূর্ব্বক স্বয়ং বা পিতা, মাতা, অভিভাবক, প্রতিপালক, কুলপুরোহিত কিম্বা সদাচার ধর্ম্ম প্রচারকের নিকট দীক্ষিত হইবেন। তদন্যথায় বা এই সদাচারদীক্ষা প্রচারাবধি অন্য কোন ব্যক্তি বা কোন গুরু নিকট—এই সদাচার দীক্ষা ভিন্ন অন্য কোনরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তদরূপ দীক্ষিত ব্যক্তি ও দীক্ষাগুরু এবং তাহার সহায়তাকারী প্রত্যেকে ১৫ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইবে।

৪। বিবাহ বিধি।

৩৩ ধারা। বিবাহে—বরকন্যার আত্মীয় স্বজনের সম্মিলন ও সামাজিক বিদায় প্রথা, ঢুলী, মালী ধোপা নাপিত, এয়োসুয়ো, গানবাজনা, মিছিলাদি ও বহুলোকের নিমন্ত্রণ ভোজন ইত্যাদি সাক্ষী বিষয়ক প্রচীন প্রথার পরিবর্ত্তে—শুভবিবাহের পাতিপত্রের কার্য্য সেই দিনসেই সম্পন্ন করতঃ কন্যাদাতার সম্প্রদানবাক্য ও বরের স্বীকারোক্তি বাক্য এবং যৌতুকদানপত্র প্রচলিত রেজিষ্টরী অফিসে রেজিষ্টারী করিয়া বর ও কন্যা যে কোন সময়ে সম্মিলিত হইবে, এই নববিধানই অত্যধিক শ্রেয়স্কর। অতএব এই নববিধানের কার্য্য না করিয়া যে কেহ প্রাচীন প্রথার কার্য্য করিবে ও যেকেহ তদরূপ কার্য্যের সহায়তা করিবে, তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক দুইশত টাকা জরিমানা বা অনধিক দুইবৎসর কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৫। শ্রাদ্ধ বিধি।

৩৪ ধারা। শ্রাদ্ধে—একাদশা, বৃষোৎসর্গ, ষোড়শ, মহুলন্দাদি, বহু-

লোকের নিমন্ত্রণ ভোজন প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা অপেক্ষা—মৃতব্যক্তির বা তদ্বংশীয় গুণবান ব্যক্তির জীবন চরিত প্রকাশ, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, জীবিকা বা স্কুলপাঠ্য বিষয়ক পুস্তক মুদ্রন, পত্রিকাদি প্রচার, পুষ্করিনী খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, বৃক্ষাদি রোপণ, স্কুল, পাঠশালা, অন্নসত্র বিশ্রামাগার প্রস্তুত বা তদ্রূপ প্রতিষ্ঠিত স্কুল, পাঠশালা, অন্নসত্র প্রভৃতিতে এককালীন দান বা বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি মৃতব্যক্তির নামে স্মৃতিজনক কার্য্য করা এই নব বিধানই অত্যাধিক শ্রেয়স্কর। পূর্ব্বোক্ত একাদশাদি শ্রাদ্ধকর্ম্ম পিতা মাতাদিরর প্রতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতাদি উদ্দেশ্যে সৃজিত হইয়া থাকিলেও বর্ত্তমানে ঐ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় পিতৃমাতৃ ভক্তি শ্রদ্ধাদিও পরিলক্ষিত হয় না, বিশেষতঃ অনেকস্থলে দেখা যায়, পিতামাতাদি জীবিত থাকিতে ঔষধ পথ্যাদিও মিলে না কিন্তু মরিলে দুইশত, পাঁচশত টাকা ব্যয় না করিলে কোন রূপেই শুদ্ধ হওয়া যায় না বা পুত্রাদির গলার দড়ি কাটা যায় না, ভিক্ষা করিয়া বা কর্জ্জ করিয়া যে প্রকারে হউক গলার দড়ি কাটাইতেই হবে, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এরূপ কুঅভ্যাস কুসংস্কার সর্ব্বতোভাবে ঘৃণিত ও অনিষ্টদায়ক বিধায় সকলেরই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। "জীবিতে বাক্য পালনং মৃতে ভূরি ভোজনং গয়ায়া পিণ্ডদানঞ্চ" পুত্রের প্রতি এই তিনটী বিশেষ কর্ত্তব্যাদেশেও একাদশাদি শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার বিধান নাই। অতএব যে কেহ এই নববিধানমত কার্য্য না করিবে বা প্রাচীন প্রথায় কার্য্য করিবে কি তাহার সহায়তা করিবে, তাহাদের প্রত্যেকের অনধিক দুই শত টাকা জরিমানা বা অনধিক দুই বৎসর কয়েদ কিম্বা উভয় দণ্ড হইবে।

৬। বিশ্বমানব সদাচার ধর্ম্মবিধি—৩৫ ধারা

৭। বিশ্বমানব সদাচার দীক্ষাবিধি—৩৬ ধারা

(১ম সংখ্যায় ১—৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।)

৩৫।৩৬ ধারার মন্তব্য

(১) কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, বিশ্বমানব ধর্ম্ম কি? তদুত্তরে সনাতন ধর্ম্ম বলিলে, সনাতন ধর্ম্মের বিস্মৃতি বশতঃ বলে যে, সনাতন ধর্ম্ম কি? অতএব সকলকেই জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব কালে ভারতীয় চিরাগত ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম যাহা জাতিভেদে

বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বিকৃতি প্রাপ্ত চিরাগত সনাতনধর্ম্ম সুসংস্কৃত-রূপে এবং বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ রসুল প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মারা—ব্রাহ্মণ প্রাধান্য অসহনীয় হইয়া ও জাতিভেদ রহিতার্থে—দশবিধ সংস্কার বিশেষতঃ উপনয়ন সংস্কার রহিত করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজের সেই ভুল সংশোধন পূর্ব্বক সুসংস্কৃত:সদাচার সনাতন ধর্ম্ম প্রচার বিশ্বমানব সদাচার ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

(২) বুদ্ধের উপদেশে—"জাতিভেদ রাখিও না" বলায়, তদ্‌শিষ্যেরা এবং পরবর্ত্তী খৃষ্টিয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারকেরা—দশবিধ সংস্কার বিশেষতঃ উপনয়ন সংস্কার জাতিভেদের কারণ ঠিক করিয়া, সংস্কার সমূহ লোপ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক উপনয়ন সংস্কার জাতিভেদের কারণ নহে, বরং মানবের পুরুষাণুক্রমিক কর্ম্মোন্নতির সহায়ক বটে। যেহেতু—ব্রাহ্মণাদি ত্রিবিধ উপনয়ন সংস্কারেও সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি অভেদরূপে বিবাহ সম্পর্কের বহু দৃষ্টান্ত রামায়ণ, মহাভারতাদিতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং অদ্যাপিও আহার ব্যবহারাদির অভেদ নিয়ম প্রচলিত আছে। ও তদুদ্দেশ্যেই শঙ্করাচার্য্য দশবিধ সংস্কার পুনর্জ্জীবিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু তদ্‌শিষ্যেরা তদুদ্দেশ্য ভুলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, তৎফলস্বরূপ ভারতে এছলাম আধিপত্য ঘটিয়াছিল।

(৩) বিশ্বমানব ধর্ম্মবিধি ৩৫ ধারার (ঘ) প্রকরণে জাতি মানবজাতি অর্থাৎ জাতিভেদ থাকিবে না বলা হইয়াছে, কিন্তু দশবিধ সংস্কার বিশেষতঃ উপনয়ন সংস্কার বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। সুতরাং বলা আবশ্যক যে, বিশ্বমানব জাতি মধ্যে যাহারা দশবিধ সংস্কার গ্রহণ করিতে-ছেন, তাহারা ভিন্নও সকলকেই দশবিধ সংস্কার বিশেষতঃ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রথায় যে, জাতি অনুসারে উপনয়ন সংস্কার প্রদত্ত হইতেছে, এরূপ হইবে না। অর্থাৎ প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি বা শ্রমকর্ম্মানুসারে উপনয়ন সংস্কার প্রদত্ত হইবে। যথা রাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা অন্য যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুক তাহার ১ম পুত্র শ্যাম যজন যাজনাদি কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে, তাহার ব্রাহ্মণ সংস্কার হইবে। ২য় পুত্র হরি রাজা হইলে বা রাজকীয় কার্য্য করিলে, তাহার ক্ষত্রিয় সংস্কার হইবে। ৩য় পুত্র যদু কৃষি, বানিজ্য, শিল্প কার্য্যাদি করিলে, তাহার বৈশ্য সংস্কার হইবে। কিন্তু কখনও এরূপ

উপনয়ন সংস্কার জাতি অনুসারে হইবে না বা জাতি ভেদের সৃষ্টি করিবে না। এতদ্ রূপে উপনয়ন দীক্ষা প্রদান করিতে যদি দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে কোন ব্যক্তির প্রকৃতি বুঝা না যায় বা শ্রম অভ্যাস সুনিশ্চিত না হয়, তবে ষোড়শ বর্ষ বা তদূর্দ্ধ বয়স অতিক্রম করিয়া উপনয়ন ও সদাচার দীক্ষা প্রদত্ত হইবে। এইরূপে উপনয়ন সংস্কার প্রদান না করিয়া, কেহ ইহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ প্রচলিত প্রথামতে জাতি অনুসারে উপনয়ন সংস্কার প্রদান করিলে, কি কেহ তদ্রূপ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিলে, বা তাহার সহায়তাকারী প্রত্যেকে ১৫ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

(৪) শূদ্ররূপে কাহারো উপনয়ন সংস্কায় ছিল না ও হইবে না। বর্ত্তমানে উচ্ছিষ্টসেবী দাসদাসী, মেথরাদি শূদ্ররূপে গণ্য হইতেছে। কিন্তু মহাভারতে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচারক (ঋত্বিক বা পুরোহিত) বিচারক (রাজা) পরিচর্য্যাকারক (ডাক্তার, ভৃত্য প্রভৃতি) স্থূল কথায় মানবের মনের ও সাস্থ্যের সেবাকারী বা মানবমাত্রকেই শূদ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

"চতুর্ব্বর্ণ ময়া সৃষ্ট গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ। (গীতা)

ব্রাহ্মণো ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো শূদ্রঃ নাস্তিতু পঞ্চমঃ। (মনু)

পুরুষানুক্রমিক কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মোন্নতি জন্যই ব্রাহ্মণাদি উপনয়ন সংস্কার প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কুসংস্কার, কুঅভ্যাস, কুশিক্ষাদি প্রবেশ করিয়া জাতিভেদ সৃজিত হইয়া—মানব জাতির ঘোরতর অধঃপতন বা মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। অতএব তাহার সুসংস্কার পূর্ব্বক সত্য-যুগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম মানবসমাজ গঠন করা—বিশ্ব মানব ধর্ম্মও সদাচার দীক্ষা প্রচারেরে উদ্দেশ্য। যদি একথা কেহ গল্প, কল্পনা বা পরিহাস যোগ্য মনে করেন, তবে তিনি আরও সূক্ষ্মরূপে বুঝিবেন যে,—সত্যযুগ সত্যে আবদ্ধ, সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্ত্তমানযুগ—আইনে শৃঙ্খলিত, সুবিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, যুদ্ধাদি অসুর বৃত্তি তিরোহিত হইবে।

কংগ্রেসের—বিশ্বজগতের প্রচারক বক্তা (পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী) বন্ধুগণ! আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া, অদ্য এই মুহূর্ত্তেই উত্থিত হউন, আপনাদের সুললিত ঝঙ্কারের—বজ্র নিনাদে জগৎ

বিকম্পিত করুন্‚—বিশ্বমানব ধর্ম্ম, সদাচার দীক্ষা, উপনয়ন দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য ও বিশ্বশান্তিবিধি প্রচার করুন্।

৩৭ ধারা। এই সদাচার বিধির ৩-১৯ ধারা ও ৩২-৩৬ ধারার কৃত অপরাধ সমূহ পুলিশের ধর্ত্তব্য অপরাধ গণ্য হইবে। এবং মৌজাদার * ও গ্রাম্য চৌকিদার এবং টাউউন পুলিশগণ যথাসময়ে ঐ ৩-১৯ ধারাও ৩২-৩৬ ধারার কৃত অপরাধ সমূহের সংবাদ তাহাদের এলাকার পুলিস থানায় জানাইতে বাধ্য থাকিবে। ও প্রত্তেক থানার পুলিশ অফিসারগণ তাহাদের ধর্ত্তব্য অপরাধের ন্যায়, এই সকল অপরাধের প্রথম এত্তেলা ও শেষ রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেট বা পরগণা প্রেসিডেন্ট * নিকট প্রেরণ পূর্ব্বক মোকর্দ্দমা পরিচালন করিবেন।

৮। বিশ্বশান্তি বিধি।

হেতুবাদ।

৩৮ ধারা। যেহেতু পৃথিবীতে চিরশান্তি স্থাপনার্থে—সমগ্র পৃথিবী, তদধীন প্রত্যেক মহাদেশ, মহাদেশাধীন প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক দেশাধীন প্রত্যেক জেলায় ও তদধীন প্রত্যেক পরগণা বা থানায় ন্যায় বিচারের জন্য—স্বাধীন বিচারাদালত প্রতিষ্ঠা,—প্রত্যেক দেশের বা রাজ্যের সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ আগ্নেয় অস্ত্রাদি রহিত হওয়া ও স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। তদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচার পূর্ব্বক বাসনা যে, অবিলম্বে প্রত্যেক দেশের রাজধানীতে প্রেসিডেন্ট কমিটী সমূহ গঠিত হইবে। এবং প্রত্যেক দেশের (দেশ যথা—ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, জর্ম্মনী প্রভৃতি) রাজধানীতে সমগ্র পৃথিবীর চীফ পার্লিয়ামেণ্ট ব্রাঞ্চ অফিসও গঠিত হইবে।

৩৯ ধারা। ভৌগোলিক বিভাগানুসারে—এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ওশিয়ানিয়া এই পাঁচটী মহাদেশের প্রত্যেক মহাদেশে এক এক জন প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইবে।

৪০ ধারা। এসিয়া মহাদেশের স্বাধীন-বিচারাধিকার বিশিষ্ট রাজা-

---

* মৌজাদার ও পরগণা প্রেসিডেন্টের বিষয় বিশ্বশান্তিবিধিতে ৫৬।৫৭ ধারায় দৃষ্টব্য।

দিগের দ্বারা অথবা তাহাদের প্রতিনিধি বা মনোনীত ব্যক্তিদিগের দ্বারা এসিয়ার রাজতন্ত্র সভা এবং ঐরূপ প্রত্যেক রাজ্যাধিকারের প্রজাসাধারণের পক্ষে মনোনীত ব্যক্তিদিগের দ্বারা এসিয়ার প্রজাতন্ত্র সভা গঠিত হইবে।

৪১ ধারা। উক্ত রাজতন্ত্র সভার সভ্যদিগের মনোনীত দশ জন ও প্রজাতন্ত্র সভার সভ্যদিগের মনোনীত দশ জন মোট কুড়ি জন মেম্বর দ্বারা প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের জন্য এসিয়া মহাদেশের ব্যবস্থাপক সভা The Parliament of Asia গঠিত হইবে। এবং এই এসিয়া পার্লিয়ামেণ্টর অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে উক্ত পাঁচ বৎসরের জন্য এসিয়া পার্লিয়ামেণ্ট প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইবে।

৪২ ধারা। মধ্যএসিয়া তিব্বতে বা লঙ্কাদ্বীপে উক্ত এসিয়া প্রেসি-ডেণ্টের রাজধানী হইবে।

৪৩ ধারা। উক্ত এসিয়া পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভা আইনের ব্যবস্থাপক বিভাগ ও বিচার বিভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইবে।

৪৪ ধারা। এই বিশ্বশান্তি বিধির অবিরুদ্ধভাবে উক্ত পার্লিয়ামেণ্ট ব্যবস্থা প্রণালী Parliament act এসিয়া প্রেসিডেণ্ট কমিটীর সেক্রেটারী বা পার্লিয়ামেণ্টের কোন মেম্বর কর্তৃক লিখিত হইয়া প্রেসিডেণ্টের অনুমোদিত মতে প্রকাশিত হইবে।

৪৫ ধারা। স্বাধীন বিচারাধিকার বিশিষ্ট রাজা, সম্রাট, প্রেসিডেণ্ট কি অন্যতর কোন ব্যক্তি বা কোন গভার্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কোন সৈন্য ও আগ্নেয় অস্ত্রাদি রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রত্যেক রাজ্যের বা প্রত্যেক দেশের শান্তি রক্ষার্থে নিযুক্তির পুলিসের দ্বিগুণ পরিমাণ রিজার্ভ পুলিস রাখিবেন।

৪৬ ধারা। উক্ত রিজার্ভ পুলিসের চতুর্থাংশ দেশীয় হাইকোর্টের চিফ্ জষ্টিসের অধীন, চতুর্থাংশ মহাদেশীয় প্রেসিডেণ্টের অধীন ও বাকী অর্দ্ধেক বিশ্ব স্বরাজ প্রেসিডেণ্টের (চিফ্ প্রেসিডেণ্টের) অধীন হইবে।

৪৭ ধারা। যুদ্ধে বিপক্ষকে বন্দী করিয়া সুবিচার প্রদান করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। পক্ষাপক্ষের ঘাত প্রতিঘাত বা মৃত্যু সংঘটন করা যুদ্ধের উদ্দেশ্য নহে। এযাবতকাল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি হিংস্র জন্তুর

ন্যায় যুদ্ধাদি এবং মারণাস্ত্রাদি উদ্ভাবন ও ব্যবহার দ্বারা পৃথিবীর মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে আগ্নেয় অস্ত্রাদি প্রভাবে পৃথিবী যেন ভীষণ আগ্নেয়গিরি বা মহাবিভীষিকাময় স্থান হইয়াছে! ইহাতে করুণাময় পরমপিতা পরমেশ্বর যৎপরোনাস্তি ব্যথিত ও দুঃখিত! তাই তাঁহার এই আদেশবাণী তাঁহার প্রিয়তম বিশ্বরাজ্যে প্রচার হইবে,—যুদ্ধোপকরণ কামান, বাণ, অসী, গোলা, প্রভৃতি পুঞ্জীকৃত ভস্মীভূত বা অতল জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়াও সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বাদ বিসম্বাদ বৈষম্য ভাব বিদূরিত করিয়া, পৃথিবীর মানবজাতি এক ভ্রাতৃ বন্ধনে সম্মিলিত হইবে, পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অনাচার বর্জ্জিত অহিংসা ধর্ম্ম প্রতিপালিত ও ন্যায় বিচারাদালত প্রতিষ্ঠিত হইবে। শুধু হিংস্রজন্তু * শিকারীগণ বন্দুক ও গুলি ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে কোন মানুষের প্রতি বা অহিংস্রক পশুপক্ষী প্রভৃতি কোন জন্তুর প্রতি নিক্ষেপ হইলে, নিক্ষেপকারীর যাবজ্জীবন কয়েদ হইবে।

৪৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন রাজা বা গভার্ণমেণ্ট হইতে, পূর্ব্বোক্ত রূপে যে পরিমাণ রিজার্ভ পুলিস সংগৃহিত হইবে তাহাদের ব্যয় সেই সেই রাজা বা গবর্ণমেণ্টের রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে।

৪৯ ধারা। প্রেসিডেণ্ট, চিফ প্রেসিডেণ্ট ও তাহাদের ব্যবস্থাপক সভার যাবতীয় ব্যয় প্রেসিডেণ্টের বার্ষিক বজেট অনুসারে প্রত্যেকরাজ্যের বার্ষিক আয় হইতে শতকরা হিসাবে বা ইনকমটেক্স দ্বারা গৃহিত হইবে। এবং তাহা পার্লিয়ামেণ্ট একুটে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৫০ ধারা। যে সকল বিবাদ বা মোকার্দ্দমায় স্বাধীন বিচারাধিকার বিশিষ্ট নৃপতি বা প্রেসিডেণ্ট কেহ পক্ষভুক্ত হইবেন, তাহার বা তন্মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তায়দাদের মোকর্দ্দমা বা তাহার আপীল মহাদেশীয় পার্লিয়ামেণ্টের বিচার্য্য হইবে।

৫১ ধারা। স্বাধীন বিচারাধিকার বিশিষ্ট মিত্ররাজগণ যেবা যেযে

---

* পরাস্বাপহারী চোর ডাকাতগণ মানুষ হইলেও চুরী বা ডাকাতি করা কালীন হিংস্র জন্তুরূপে পরিগণিত হইবে। রাজপুরুষদিগের আইন সঙ্গত কর্ত্তব্যকার্য্যে জোরপূর্ব্বক বাধা প্রদানকারীগণও তদ্রূপ হিংস্র জন্তুরূপে গণ্য হইবে।

রাজার সহিত মিত্র ভাবাপন্ন আছেন তদ্রূপ মিত্রভাবে থাকিয়াই এবং করদ নৃপতিগণ করদ ভাবে থাকিয়াই পার্লিয়ামেণ্ট একটের অধীন হইবেন।

৫২ ধারা। যে সকল রাজ্যে কেহ রাজা নাই, সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট দ্বারা রাজকীয় কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তৎস্থলে সেই সাময়িক প্রেসিডেণ্টকেই তৎসময়ের স্বাধীন বিচারাধিকার বিশিষ্ট রাজা বলিয়া বুঝিতে হইবে ও তিনি তদ্রূপ ভাবে থাকিয়াই পার্লিয়ামেণ্ট একটের অধীন হইবেন।

৫৩ ধারা। স্বাধীন বিচারাধিকার বিশিষ্ট রাজাবলিতে—স্বাধীন বিচারাধিকার বিশিষ্ট সম্রাট, রাজা, প্রেসিডেণ্ট প্রত্যেককেই বুঝাইবে। তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যেক পাঁচবৎসরের জন্য প্রজা প্রতিনিধি দ্বারা ব্যবস্থাপক সভা (কাউন্সিল) গঠিত করিবেন। এবং রাজা বা অবস্থা বিশেষে রাজমন্ত্রী কি রাজ প্রতিনিধি উক্ত কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হইয়া অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

৫৪ ধারা। ভারত সাম্রাজ্য ভারত প্রেসিডেণ্ট বা রাজ প্রতিনিধির অধীনে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরাংশ পঞ্জাবদেশ, দক্ষিণাংশ—মাদ্রাজ দেশ ও পূর্ব্বাংশ—ছোট নাগ পুর হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বঙ্গব্রহ্মদেশ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া,—তিনজন গভর্ণর বা তিন জন সাবপ্রেসিডেণ্টের অধীন হইবে। ও ঐ তিনটী দেশে তিনটী মাত্র ব্যবস্থাপক সভা, তিনটী মাত্র হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং দেশবাসীর সংখ্যাধিক্য অনুসারে দেশীয় ভাষা রাজকীয় ভাষা হইবে।

৫৫ ধারা। বহুকাল হইতে—বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ছোটনাগপুর প্রদেশ বঙ্গদেশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, তৎসহিত ব্রহ্মপ্রদেশ যুক্ত হইয়া—বঙ্গব্রহ্মদেশ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই ছয়টী প্রদেশযুক্ত বঙ্গব্রহ্ম-দেশ একই ব্যবস্থাপক সভার ও একই হাইকোর্টের অধীন হইবে। এবং ইহার সর্ব্বত্রই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিদ্যমান থাকিবে ও প্রদত্ত হইবে। এতদ্রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মহালের—প্রত্যেক পরগণা বা থানার এলাকায় যে বা যে যে মালিক জমিদারগণ বিদ্যমান আছেন, তাহাদের অধিকাংশের মতানুসারে তাহাদের মধ্যের কেহকে প্রত্যেক পাঁচ-

বৎসরের জন্য পরগণা প্রেসিডেন্ট মনোনীত করিবেন। সেই পরগণা প্রেসিডেন্ট সেই সময়ের জন্য সেই থানার এলাকার করদ রাজা গণ্য হইয়া স্বাধীন বিচারাধিকার প্রাপ্ত হইবেন ও তদ্রূপ করদভাবে থাকিয়াই পার্লিয়ামেণ্ট একটের অধীন হইবেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদত্ত ও পরগণা প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইবে।

৫৬ ধারা। প্রত্যেক পরগণা প্রেসিডেন্ট—তাঁহার এলাকাস্থ প্রত্যেক মৌজানিবাসী বা দুই তিন মৌজার প্রজাসাধারণের অধিকাংশের ভোটের দ্বারা কর্ত্তব্য পরায়ণ সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক কোন ব্যক্তিকে উক্ত রূপ পাঁচ বৎসরের জন্য মৌজাদার নিযুক্ত করিবেন।

৫৭ ধারা। মৌজাদার তাহার মৌজার পথকর ও ট্যাক্সাদি (চৌকিদারী ও ইনকম টেক্স) আদায় করিবেন। তজ্জন্য প্রাপক মালিকদিগের নিকট শতকরা ২৫৲ টাকা ফিস পাইবেন এবং ঐ ফিসের ২০৲ টাকা মৌজার হিতকর (শিক্ষা, রাস্তা, পুল, বাঁধ প্রভৃতি) কার্য্যে ব্যয় করিতে বাধ্য থাকিবেন ও ৫৲ টাকা মাত্র তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রাপ্য হইবেন।

৫৮ ধারা। মৌজাদারের কার্য্যের সহায়তা জন্য উক্ত রূপ পাঁচ বৎসরের জন্য মৌজাবাসীদিগের অধিকাংশের ভোটের দ্বারা দুইজন বা চারিজন সহকারী মেম্বর (সহকারী পঞ্চায়েত) মনোনীত হইবে।

৫৯ ধারা। পরগণা প্রেসিডেন্ট কোন কোন বিষয়ের (দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রেভিনিউ সংক্রান্ত) বিচারভার মৌজাদার প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন ও মৌজাদার তাহার সহযোগীদিগের সহযোগে তাহার বিচার সম্পন্ন করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক বিচারের জন্য পরগণা প্রেসিডেণ্টর নিকট আপীল হইতে পারিবে। পরগণা প্রেসিডেন্টের বিচারের আপীল জেলার জজকোর্টে ও জেলাজজের বিচারের আপীল প্রচলিত নিয়মানুসারে হাইকোর্টে হইবে।

৬০ ধারা। প্রত্যেক দেশের অন্তর্গত স্বাধীন বিচারাধিকার বিশিষ্ট রাজা, সম্রাট, রাজপ্রতিনিধি, গভর্ণর, প্রেসিডেন্ট কি পরগণা প্রেসিডেন্ট ও জজদিগকে সেই দেশীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন অনুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

৬১ ধারা। প্রত্যেক দেশের ব্যবস্থাপক সভায় দেশবাসীর মনোনীত

একশত জন মেম্বর থাকিবে। এবং সেই দেশের রাজা কি সম্রাট বা প্রেসিডেন্ট কিম্বা রাজপ্রতিনিধি কি গভর্ণর একজন মেম্বর স্বরূপ গণ্য হইবেন ও সেই সভার অধিনায়ক থাকিবেন।

৬২ ধারা। প্রত্যেক দেশের অন্তর্গত—বহুপরগণার এলাকাবিশিষ্ট (যথা নেপাল, সিকিম, স্বাধীন ত্রিপুরা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি) স্বাধীন, করদ, মিত্ররাজাদিগের ব্যবস্থাপক সভায় সেই রাজ্যের অধিবাসীদিগের মনোনীত অন্যূন ৮ জন মেম্বার থাকিবে। এবং রাজা কি রাজমন্ত্রী বা রাজ-প্রতিনিধি একজন মেম্বর স্বরূপ গণ্য হইয়া সেই সভার অধিনায়ক হইবেন। প্রত্যেক পরগণা প্রেসিডেন্টের বিচারকার্য্যের সহায়তার জন্য সেই থানার এলাকার অধিবাসীদিগের মনোনীত ৪ জন মেম্বর থাকিবে।

৬৩ ধারা। প্রত্যেক দেশের স্বাধীন বিচারাধিকার বিশিষ্ট—সম্রাট কি রাজা কি প্রেসিডেন্টকে এই সদাচার বিধির অবিরুদ্ধ মতে ও সেই দেশীয় ব্যবস্থাপক সভার কৃত আইনানুসারে যাবতীয় রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, অন্যথায় মহাদেশীয় প্রেসিডেন্ট সেই সম্রাট কি রাজা কি প্রেসিডেন্ট, কি প্রতিনিধি, কি পরগণা প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করিয়া তাহার আইন সঙ্গত ভাবী ওয়ারিশকে সেই পদে মনোনীত করিবেন।

৬৪ ধারা। কোন সম্রাট কি রাজার কি প্রেসিডেন্টের একাধিক দেশে রাজ্যাধিকার থাকিলে স্বদেশ ভিন্ন প্রত্যেক দেশে তাঁহার প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। এবং কোন পরগণা প্রেসিডেন্ট একাধিক থানা কেন্দ্রে পরগণা প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইলে, তিনি যে থানার এলাকায় বাস করেন, সেই থানা ভিন্ন অপর থানা কেন্দ্রে তাহার প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন।

৬৫ ধারা। প্রত্যেক দেশের ব্যবস্থাপক সভা—আইন প্রণয়ন বিভাগ, বিচার বিভাগ, রাজস্ববিভাগ, পাবলিক বোর্ড ও পররাষ্ট্র বিভাগ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে।

৬৬ ধারা। আইন প্রণয়ন বিভাগ—বিচার, রাজস্ব, পাবলিক বোর্ড ও পররাষ্ট্র বিভাগ চতুষ্টয় সংক্রান্ত যাবতীয় আইন, সারকিউলর প্রভৃতি ব্যবস্থা নির্ণয়ন প্রণয়ন ও সংশোধন করিবেন।

৬৭ ধারা। বিচার বিভাগের হেড অফিসার—দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রেভিনিউ সংক্রান্ত যাবতীয় বিচারার্থে—দেশের একমাত্র হাইকোর্ট ও

তন্নিম্নে প্রত্যেক জেলায় আবশ্যকীয় জজকোর্ট ও তন্নিম্নে প্রত্যেক পরগণায় পরগণা প্রেসিডেন্ট কোর্ট সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এবং বিচারক জজদিগকে ও উকীল, মোক্তারদিগকে নিযুক্ত ও বরখাস্তাদি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

৬৮ ধারা। রাজস্ব বিভাগের হেড অফিসার—দেশের একমাত্র গভর্ণর ও তন্নিম্নে প্রতি জেলায় আবশ্যকীয় কালেক্টরদিগকে নিযুক্ত ও বরখাস্তাদি করার ভার প্রাপ্ত হইবেন, এবং রাজস্ব বা রাজকীয় যাবতীয় প্রাপ্য আদায়, টাকশাল, ব্যাঙ্ক, আয়ব্যয়ের বজেট ও শান্তি রক্ষা বা পুলিশ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যাভার এই বিভাগে অর্পিত হইবে।

৬৯ ধারা। পাবলিকবোর্ডে—ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দাতব্য চিকিৎসালয়, নীতিধর্ম্ম বিষয়ে বিশ্ব-মানব সদাচার ধর্ম্মপ্রচার, অন্তর্বাণিজ্যের—রেল, ষ্টীমার, যানবাহনাদি, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, খনিজ প্রভৃতি বিষয়ের কার্য্যভার অর্পিত হইবে

৭০ ধারা। পররাষ্ট্র বিভাগে—পররাজ্য বিষয়ক সাম দান বা সন্ধি বিষয়ক ও বহির্বাণিজ্য এবং স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের জীবতত্ত্ব, দেশতত্ত্ব, খনিজ, রসায়ন, জ্যোতিষ তত্ত্বাদি ও বিশ্বমানব সদাচার ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি বিশ্ব-ব্যাপক বিষয়ের কার্য্যাভার অর্পিত হইবে।

৭১ ধারা। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, এরোপ্লানাদি কার্য্য বিভাগ চীফ প্রেসিডেন্টের অধীন হওয়া সঙ্গত হইবে।

৭২ ধারা। স্বাধীন বিচারাধিকার বিশিষ্ট রাজা কি সম্রাট বা প্রত্যেক দেশের প্রেসিডেন্ট কি মহাদেশীয় প্রেসিডেন্ট রাজ্যাভিষিক্ত হইলেই, তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছামতে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে যুবরাজ বা ভাবী রাজা কি প্রেসিডেন্ট মনোনীত করিবেন। তাহাতে মহাদেশীয় প্রেসিডেন্ট বা অন্য কাহারো কোন সম্মতির অপেক্ষা করিতে হইবে না।

মন্তব্য—এব্যবস্থায় বার বার ভোট সংগ্রহের আবশ্যক হইবে না; কিন্তু এরূপ বুঝিতে হইবে না যে,—রাজার পুত্রই বা প্রেসিডেন্টের পুত্রই ভাবী রাজা বা ভাবী প্রেসিডেন্ট হইবে। রাজাকে বা প্রেসিডেন্টকে দেশের উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যুবরাজ বা ভাবী প্রেসিডেন্ট মনোনীত করিতে হইবে। এবং বিংশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কেহ যুবরাজ বা ভাবী প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না।

৭৩ ধারা। স্বাধীন বিচারাধিকার বিশিষ্ট রাজ্যবাসী অর্থাৎ দেশীয় প্রজারা প্রচলিত আইনানুসারে যে করাদি দিতেছেন ও পাইতেছেন এবং যে ভাবে যে স্বত্ব স্বামীত্ব উপভোগ করিতেছেন তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু এই সদাচার বিধির ও ব্যবস্থাপক সভার সংশোধিত বা প্রবর্ত্তিত পরবর্ত্তী আইনের বিধি সর্ব্বতোভাবে মাননীয় হইবে।

৭৪ ধারা। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সর্ব্বত্র সকলদেশে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে অর্থাৎ যে কোন লিপি পুস্তক বা সংবাদ পত্রাদি যে কোন প্রেসে মুদ্রিত হইতে পারিবে। তজ্জন্য প্রেসের মালীক বা প্রিণ্টার দায়ী হইবে না, লেখকমাত্র বা প্রকাশক দায়ী হইবে। এতদ্বিরুদ্ধে কোন দেশে কোন রাজকীয় আইন প্রবল হইতে পারিবে না।

৭৫ ধারা। চীফ প্রেসিডেণ্ট ও প্রত্যেক দেশের ব্যবস্থাপক সভা প্রত্যেক শতবর্ষ অন্তে এই সদাচার বিধির যে কোনরূপ প্রচার বা বিধান করিতে পারিবেন।

৭৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধি সমূহ যাহা এসিয়া মহাদেশের জন্য বিধান করা হইল, তদ্রূপ বিধিমতে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ওশিয়ানিয়া মহাদেশের জন্যও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে পার্লিয়ামেণ্ট একুট প্রণীত, পার্লিয়ামেণ্ট গঠিত ও প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইবে। এবং ঐ ঐ প্রেসিডেণ্টের রাজধানী ইউরোপের—সুইজারল্যাণ্ড বা ইতালীতে, আফ্রিকার—মিশরদেশে আমেরিকার—মেক্সিকো বা কলম্বিয়ায় ও ওশিয়ানিয়ার অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে হইবে।

৭৭ ধারা। উক্ত পাঁচটী মহাদেশের পাঁচ জন প্রেসিডেণ্ট প্রত্যেকে প্রত্যেক মহাদেশ হইতে প্রতি পাঁচ বৎসরের জন্য পাঁচজন মেম্বর মনোনীত করিবেন। তদ্রূপে যে পঁচিশজন মেম্বর মনোনীত হইবে, তাহাদের অধিকাংশের মতানুসারে উক্ত পাঁচ বৎসরের জন্য একজন চীফ প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইবেন, তিনি বিশ্ব স্বরাজ বা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন ও উক্ত ২৫ জন মেম্বর দ্বারা তাঁহার মন্ত্রী সভা গঠীত হইবে।

৭৮ ধারা। উক্ত চীফ প্রেসিডেণ্টের রাজধানী—এসিয়ার দক্ষিণস্থিত লঙ্কাদ্বীপে বা পূর্ব্ব প্রান্তে কোরিয়া উপদ্বীপে হইবে।

৭৯ ধারা। উক্ত চীফ্ প্রেসিডেণ্টের মন্ত্রী সভা—আপীলের বিচার

বিভাগ ও আইনের ব্যবস্থাপক বিভাগ এবং পররাষ্ট্র বিভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইবে।

৮০ ধারা। আইনের ব্যবস্থাপক সভায় মহাদেশীয় প্রেসিডেন্টদিগের ব্যবস্থাপক সভার আইনের তর্কিত বিষয়ের ও বিচার বিভাগে ঐরূপ বিচারের আপীল হইতে পারিবে। এবং পররাষ্ট্র বিভাগে সন্ধিবিষয়ের ও পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, এরোপ্লেন প্রভৃতি বিষয়ক কার্য্য ভার অর্পিত হইবে

৮১ ধারা। কোন প্রেসিডেন্ট কি কোন রাজা বা সম্রাট কি অন্যতর কোন ব্যক্তি কোন কারণেই যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারিবে না। সকল বিষয়েই—সর্ব্ব প্রকার বিবাদই বিচারাদালতে মীমাংসা বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। কিন্তু কেহ চীফ্ প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য করিয়া বা তাঁহার মন্ত্রী সভার বিচার নিষ্পত্তির অপেক্ষা না করিয়া বা অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে, কিম্বা যে কোন কারণেই হউক, কেহ যুদ্ধ ঘোষণা করিলে বা যুদ্ধে লিপ্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে চীফ্ প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ করাই অনিবার্য্য হইবে। এবং ঐরূপে কোন কারণে মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত চীফ্ প্রেসিডেন্ট কাহারো প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করিলে কি যুদ্ধে লিপ্ত হইলে অপর সকলেই চীফ্ প্রেসিডেন্টের সাহায্যকারী হইবেন। তৎসময়ে কেহই নিরপেক্ষ গণ্য হইবেন না।

মন্তব্য—(১) এই বিশ্বশান্তি বিধির চীফ্ প্রেসিডেন্ট হইতে পরগণা প্রেসিডেন্ট পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত নির্ব্বাচন ভার যাহাদের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাহারা অগৌণে তাহাদের কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন; কেহ কাহারো কার্য্যের অপেক্ষায় দীর্ঘসূত্রী হইয়া থাকিবেন না। অর্থাৎ যাহাদের প্রতি পরগণা প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের ভারার্পিত হইয়াছে তাহারা অগৌণে প্রত্যেক থানা কেন্দ্রে পরগণা প্রেসিডেন্ট মনোনীত করুন্। যাহাদের প্রতি দেশীয় কাউন্সিল গঠনের, মহাদেশীয় প্রেসিডেন্ট ও চীফ্ প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহারা অগৌণে তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন্। কেহই কাহারো অপেক্ষাকারী বা দীর্ঘসূত্রী থাকিবেন না।

(২) ভারতবর্ষের প্রস্তাবিত—পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ ও বঙ্গব্রহ্মদেশের তিনটী কাউন্সিল গঠন জন্য অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ করুন্।

(৩) বঙ্গ ব্রহ্ম দেশের প্রস্তাবিত—প্রত্যেক থানা কেন্দ্রে পরগণা প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের জন্য অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ করুন।

৮২ ধারা। এই সদাচার বিধি মতে প্রত্যেক দেশের আইনসমূহ সংশোধিত হইয়া সংশোধিত আইনানুসারে এবং এই সদাচার বিধির অনুল্লিখিত যাবতীয় রাজকীয় কার্য্য প্রত্যেক দেশের প্রচলিত রাজকীয় ব্যবস্থানুসারে সম্পাদিত হইবে।

সঙ্গীত।

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা তোমায় বলি মা
ওমা, মানব-ধর্ম্ম-সদাচারে ক'রনা আর হত্যা বলি॥

১। ওমা, খেতে পূর্ব্বে নরবলি আইনের দায় ঠেলেছ কালী।
কিন্তু রাজারা সব কোন বিচারে করে যুদ্ধে নরবলি?

২। ওমা, সৈন্যাদি সব চাকরী লোভি, তাইতে কি মা যুদ্ধে খাবি?
(তারা কি তোর সন্তান নয় মা?)
তাম্বা অবোধের মন করমা বলী, চাকরী ক'রবে অন্তর্জ্জলি॥

৩। ওমা, যুদ্ধ, ফাঁসি, মাংসাহারে, গোহত্যাদি, নরবলি,
রামবুদ্ধ কয় রাজদ্বারে,—উঠায়ে দাওমা হত্যা বলি॥

ব্রহ্মচর্য্য। (২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডিষ্ট্রীকট্ বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি তাহাদের রাস্তার উভয় পার্শ্বে—আম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, কলা, প্রভৃতি, ফলকর বৃক্ষাদি রোপণ করিলে, প্রচুর ফল উৎপাদন দ্বারা যথেষ্ট খাদ্যের সহায়তা হইতে পারে। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে আছে বটে, আরো যথেষ্টরূপে হওয়া আবশ্যক। গৃহী লোকেরাও কিছু কিছু উৎপাদন করে বটে, কিন্তু তাহা প্র[illegible]য়, তাহারা আবশ্যক মত উৎপাদন করিলে, হাট বাজারগুলি লোকারণ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিত না।

ধনী, মধ্যবিৎ ও চাকুরীজীবি শিক্ষিত ভাই ভগিনীদিগকেই প্রচুরফল মূল, তরকারী প্রভৃতি জন্মাইবার পথ প্রদর্শক হইয়া শিক্ষকতা বা শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। তাহাদের সখের বাগান, খেলার মাঠ, বিলাস ব্যসনের প্রমোদাগার ফলকর বৃক্ষাদিতে পূর্ণ করিতে হইবে। প্রবাসী

চাকুরীজীবি ভাই ভগিনীরা এবিষয় বড়ই উদাসীন,—তাহারা মনে করে, কখন বদলি হয়, কখন চাকুরী যায় ওসকল করিয়া লাভ কি? কিন্তু তাহারা শিক্ষিত বুদ্ধিমান,—তাহাদের ইহা হৃদ্‌বোধ হওয়া উচিত যে,—তিনি বদলি হউন বা তাহার চাকরী যাক, তিনি ঐ রূপ যাহা করিবেন, তাহা জগতের কোন না কোন ব্যক্তি বৃন্দের সেবা বা পরিপোষণে নিয়োজিত হইবে। বিশেষতঃ "দেখাদেখি সেও নাচে" অর্থাৎ তাহারা বিলাসিতার দিকে প্রধাবিত হওয়ায় তাহাদের দেখাদেখি সাধারণ লোকেও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে, বিলাসিতার—স্বর্ণ কারেণ দেখা দেখিতে গৎ, বিশেষ ভারত, ভারতবর্ষ মে উঠিয়াছে! দশ পনর টাকা আয়ের লোকের পরিবারেও স্বর্ণালঙ্কার চাই এখনই—এই মূহুর্ত্তেই যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কা পিটিয়া সংসারের কার্য্যে নি াজিত হওয়া উচিত।

সঞ্চয়ের পক্ষেও স্বর্ণালঙ্কার গড়া বা ব্যাঙ্কে টাকা রাখা লাভ জনক নয়, উহা নিতান্তই কুরীতি ও ধ্বংশোন্মুখ পন্থা! ঐ টাকা দ্বারা গো মহিষাদি খরিদপূর্ব্বক পালন করিলে, বাগ বাগিচা করিলে, মানুষের বাঁচিবার ও সঞ্চয়ের সর্ব্বোত্তম পন্থা হইতে পারে। এ সকল না করি া, ফল মূল তরকারী প্রভৃতি প্রচুররূপে না জন্মাইলে জগতের মঙ্গল না এ সকল না করিয়া,—মিথ্যা প্রবঞ্চণায়, উৎকোচাদি গ্রহণে, বা খেলায় ধেলায় কাটাইলে,—দরিদ্র কৃষকের উৎপন্ন ফল মূল তরকারী প্রভৃতি পয়সার জোরে গ্রহণ করিলে—দুর্ভিক্ষ, দুর্দ্দশা কখনও ঘুচিবে না, মানবজাতির ধ্বংশ অনিবার্য্য। কর্তৃপক্ষ চাকুরীজীবি ভাইদিগকে এরূপ করার জন্য পুরস্কৃত ও না করার জন্য দণ্ডিত করুন্।

ফল মূল শস্য তরকারী প্রভৃতি যে যে মাসে যাহা উৎপাদন, রোপণ, বপনাদি করিতে হয় ও প্রত্যেক মাসোপযোগী সংক্ষিপ্ত স্বাস্থ্য তত্ত্ব বিষয় মানুষের নিত্য প্রয়োজীয় তত্ত্ব সমূহ (স্বাস্থ্যধর্ম্ম, ... রকুরী প্রভৃতি) দৃষ্টি করুন্। এবং ফল মূলাদি যাহারা উৎপাদন করিতেছে বা অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ গ্রহণে,—উপযুক্ত সময় সুপক্ক ফলের বীজ সংগ্রহক্রমে ও যে সকল গাছের (আম, কাঁঠাল, লেবু, জামরুলাদির) কলম বাঁধা যায়, তাহা বর্ষার প্রারম্ভে (আষাঢ় মাসে) কলম বাঁধিয়া যথা সময় কর্ত্তন পূর্ব্বক—বীজ, চারা, কলম প্রভৃতি যথা সময়ে বপন,

রোপন ক্রমে তাহাতে বেড়া দেওয়া, আগাছা ঘাসাদি নিড়ান বা উৎপাটন করিয়া ফেলা, চারার গোঁড়া খুড়িয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া, জল নিকাশের উপায় করিতে, সার দিতে ও জল সিঞ্চনাদি করিতে হইবে। বেগুন, কুমড়া, মূলা, তুলা প্রভৃতির বীজ ও চারা বার মাসই রোপণ বপন হইতে পারে। এ সকল হীনকর্ম্ম বা চাষার কাজ বলিয়া ঘৃণা করিলে—আর রক্ষা পাওয়ার কোনই উপায় নাই! সকলেই করিবে আমি না করিলাম ভাবিলে কিম্বা আজ না কাল করিব ভাবিয়া দীর্ঘসূত্রী হইলে আর রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই

ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি

(ভারত বন্ধু মণ্টেগুর মৃত্যু উপলক্ষে ১৩৩১ সনে প্রকাশিত

শুনিদেব নাহি তুমি এ মরত ভূমে,
অশিক্ষিত ধৈরয হীন ভারত বাসীর
মণ্টেগু মাকাল! ভারতের ভাগ্য দোষে
ভাগ্য বিধাতারা (রাজ প্রতিনিধি কিম্বা
গভার্ণর) নাহি হয়, তব মন মত,—
(শো'ভেছে কি ঐরাবত শিরে পারিজাত
পুষ্পমালা, প'রেছে কি মুকুতার হার
গলে দেবতা নন্দন ?) তাই তব নাম—
মণ্টেগু মাকাল! কিন্তু দেব, তব দয়া
গুণগ্রাহী (বিধাতা বঞ্চিত) এ ভারতে
রবে চিরোজ্জ্বল। যাও দেব দেবপুরে
লহ দেব, অধমের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি।

B. P. M's Press, 23, Jhamapooker Lane, Cal.